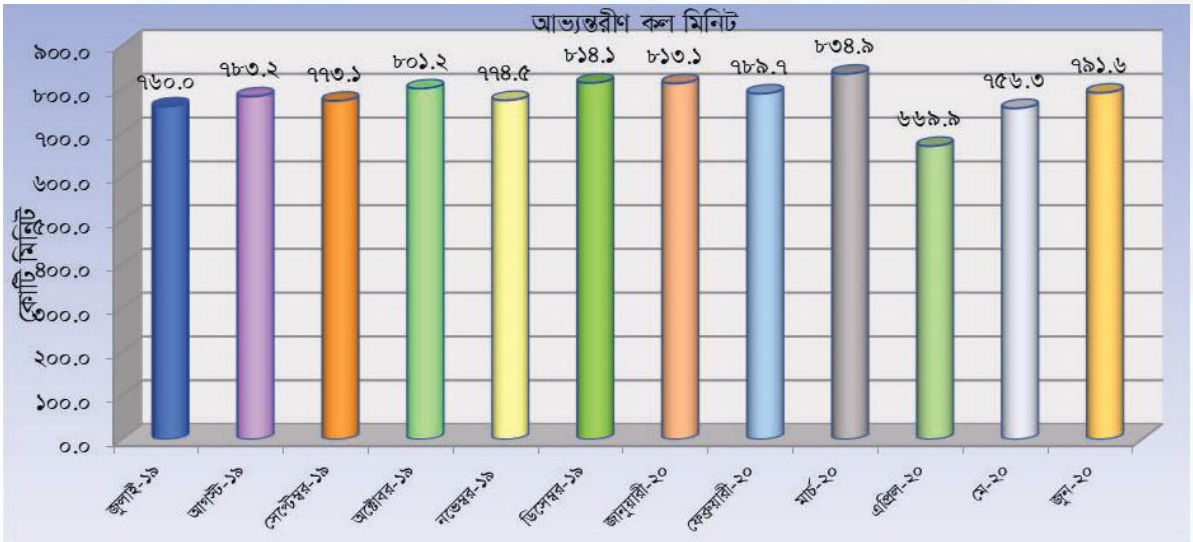

ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস (BWA):

সারা দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে Banglalion Communication Ltd. ও Augure Wireless Broadband Bangladesh Ltd. (AWBBL) কে এবং ২০১৩ সালে Bangladesh Internet Exchange Ltd. কে Broadband Wireless Access (BWA) লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কিন্তু BWA'র প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের অসক্ষমতা এবং মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে সহজলভ্য ইন্টারনেট সেবার বিস্তারের কারনে বর্তমানে দেশে BWA অপারেটরদের কোন কার্যক্রম নাই। উল্লেখ্য ২০১৩ সালে 3G ও ২০১৮ সালে 4G প্রযুক্তি প্রবর্তনের পরে WiMAX অপারেটরগণ গ্রাহক হারাতে শুরু করে। বর্তমানে তিনটি BWA অপারেটরের কোন গ্রাহক নাই।

ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (IIG):

আন্তর্জাতিকভাবে আনীত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য বিটিআরসি International Internet Gateway (IIG) লাইসেন্স চালু করে। বিটিআরসি হতে বিগত ২০০৮ সালে ম্যাঙ্গো টেলিসার্ভিসেস লিঃ এবং বিটিসিএল-এই ০২ টি প্রতিষ্ঠান IIG প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স প্রাপ্তির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে নতুন করে আরো ৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে IIG লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তবে ইতোমধ্যে ৩টি IIG প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে পুরনো ২টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২৯ টি প্রতিষ্ঠান IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্তমানে চালু সকল IIG প্রতিষ্ঠান BSCCL এবং International Terrestrial Cable (ITC) হতে মোট ১৭৯২.৮১ Gbps ক্যাপাসিটি সংযোগ গ্রহণ করে IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে একনজরে IIG এর বর্তমান অবস্থান তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	তথ্য
১	লাইসেন্স সংখ্যা	৩৪ টি
২	চালু IIG	২৯ টি
৪	মোট ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি	১৭৯২.৮১ জিবিপিএস
৫	মোট ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ	১৫৫৮.২৩ জিবিপিএস

অপটিক্যাল ফাইবার সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক/ আন্তঃসংযোগ:

১৯৮৯ সালে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ (সিটিসেল) এর বাংলাদেশে প্রথম CDMA Technology সমন্বিত মোবাইল নেটওয়ার্ক এর সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে আরো ৫টি অপারেটর GSM Band এ লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। দেশব্যাপী নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যাপ্তির লক্ষ্যে উক্ত অপারেটরসমূহ নিজস্ব উদ্যোগেই অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন শুরু করে এবং উপজেলা পর্যায়ে নেটওয়ার্ক বিস্তার করে।

পরবর্তীতে ২০০৮ সালে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Guideline প্রণয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপি অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূলত এই লাইসেন্সটি এক্সেস লেয়ারকে ট্রান্সমিশন লেয়ার হতে পৃথক করতঃ দেশব্যাপি একটি কমন নেটওয়ার্ক গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে।

নিম্নে কমিশন হতে ইস্যুকৃত এনটিটিএন লাইসেন্সধারীর নাম ও লাইসেন্স প্রদানের তারিখ ছক আকারে তুলে ধরা হলোঃ

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ
১	ফাইবার@হোম লিঃ	০৭-০১-২০০৯
২	সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ	০৯-১২-২০০৯
৩	বিটিসিএল	২৮-১০-২০১৪
৪	পিজিসিবি	২৮-১০-২০১৪
৫	বাংলাদেশ রেলওয়ে	২০-১১-২০১৪
৬	বাহন লিঃ	০৫/১২/২০১৯

২০০৯ সালের ৭ই জানুয়ারি ফাইবার@হোম লিঃ এনটিটিএন লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। একইসাথে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটিকে দেশব্যাপি সকল উপজেলায় ক্রমান্বয়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক বিস্তারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিটিআরসি কর্তৃক লাইসেন্সিকে ১০ বছরের রোলআউট অবলিগেশন নির্ধারণ করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রথম বছর ৫%, দ্বিতীয় বছর ১০% এবং তৃতীয় বছর ২০%, চতুর্থ বছর ৩০%, পঞ্চম বছর ৪০% এবং দশ বছরের মধ্যে ১০০% উপজেলায় তাদের নেটওয়ার্ক স্থাপনায় বাধ্যবাধকতা বেধে দেওয়া হয়। একইসাথে উক্ত টার্গেট পূরণের ব্যত্যয় সাপেক্ষে আর্থিক জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয় এবং এর আলোকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০ কোটি টাকা জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ একই বাধ্যবাধকতায় NTTN লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। নিম্নে ফাইবার@হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরা হলো-

❖ ফাইবার@হোম লিঃ

ফাইবার@হোম লিঃ নামক NTTN অপারেটর কর্তৃক বছরভিত্তিক লাইসেন্স বিধি অনুসারে সম্পাদিত রোল-আউট টার্গেটের বিস্তারিত তথ্য নিম্নরুপঃ

বর্ষ	লাইসেন্স বাধ্যবাধকতা	বর্ষভিত্তিক ফাইবার@হোম লিঃ এর উপজেলার নেটওয়ার্ক এর বিস্তারিত তথ্য
২০১১ (১ম বর্ষ)	৫% অর্থাৎ ২৪টি উপজেলা	৭২ টি উপজেলা
২০১২ (২য় বর্ষ)	১০% অর্থাৎ ৪৯টি উপজেলা	১২৫টি উপজেলা
২০১৩ (৩য় বর্ষ)	২০% অর্থাৎ ৯৮টি উপজেলা	১৪৫টি উপজেলা
২০১৪ (৪র্থ বর্ষ)	৩০% অর্থাৎ ১৪৭টি উপজেলা	২৯৬টি উপজেলা
২০১৫ (৫ম বর্ষ)	৪০% অর্থাৎ ১৯৭টি উপজেলা	৩৮৪টি উপজেলা
২০২০ (১০ম বর্ষ)	১০০% অর্থাৎ ৪৯২টি উপজেলা	পরবর্তী ৫ বছরে অবশিষ্ট ১০৮ টি উপজেলায় নেটওয়ার্ক উপস্থিতির মাধ্যমে সর্বমোট ৪৯২ টি উপজেলায় নেটওয়ার্ক বিস্তার করেছে।

ফাইবার@হোম লিঃ এর এ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের বিবরণঃ

- নেটওয়ার্ক কাভারেজ ৪৮,৫০০ কি.মি. (নিজস্ব স্থাপনায়)।
- উপজেলা কাভারেজ ৪৯২টি।
- জেলা কাভারেজ ৬৪টি।
- ইউনিয়ন কাভারেজ ৩,৭৫৮টি।
- লীজ ফাইবার (পিজিসিবি) ২,৯৭১ কি.মি.(NSP) হিসেবে।
- সোয়াপিং ফাইবার (বিটিসিএল) ৪৭৯ কি.মি.।
- ওভারহেড ফাইবার ৩০,২৭৯ কি.মি.।
- আন্ডারগ্রাউন্ড/ বুরিয়াল ফাইবার ১৪,৭৭১ কি.মি.।

❖ সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ

সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ নামক NTTN অপারেটর কর্তৃক বছরভিত্তিক লাইসেন্স বিধি অনুসারে সম্পাদিত রোল-আউট টার্গেটের বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপঃ

বর্ষ	লাইসেন্স বাধ্যবাধকতা	বর্ষভিত্তিক সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ এর উপজেলার নেটওয়ার্ক এর বিস্তারিত তথ্য
২০১১ (১ম বর্ষ)	৫% অর্থাৎ ২৪টি উপজেলা	২৫টি উপজেলা
২০১২ (২য় বর্ষ)	১০% অর্থাৎ ৪৯টি উপজেলা	৫০টি উপজেলা
২০১৩ (৩য় বর্ষ)	২০% অর্থাৎ ৯৮টি উপজেলা	১১৬টি উপজেলা
২০১৪ (৪র্থ বর্ষ)	৩০% অর্থাৎ ১৪৭টি উপজেলা	১৫৬টি উপজেলা
২০১৫ (৫ম বর্ষ)	৪০% অর্থাৎ ১৯৭টি উপজেলা	৩০১টি উপজেলা
২০২০ (১০ম বর্ষ)	১০০% অর্থাৎ ৪৯২টি উপজেলা	পরবর্তী ৫ বছরে অবশিষ্ট ১৯১ টি উপজেলায় নেটওয়ার্ক উপস্থিতির মাধ্যমে সর্বমোট ৪৯২ টি উপজেলায় নেটওয়াক বিস্তার করেছে

সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ- এর এ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের বিবরণ ঃ

- নেটওয়ার্ক কাভারেজ ৪৭,১০৮ কি.মি. (নিজস্ব ভূ-গর্ভস্থ ও ওভারহেড)।
- উপজেলা কাভারেজ ৪৯২টি।
- জেলা কাভারেজ ৬৪টি।
- ইউনিয়ন কাভারেজ ২,৮৯৪টি।
- লীজ ফাইবার (পিজিসিবি) ২,২৫১ কি.মি.(NSP) হিসেবে।
- ওভারহেড ফাইবার ৩৯,১৭৭ কি.মি.।
- আন্ডারগ্রাউন্ড/ বুরিয়াল ফাইবার ৭,৯৩১ কি.মি.।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, NTTN হিসেবে সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪৯২টি উপজেলা, ফাইবার@হোম লিঃ দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪৯২টি উপজেলায় নেটওয়ার্ক স্থাপন করার প্রেক্ষিতে লাইসেন্স বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী রোল-আউট টার্গেটের শর্ত পূরণ করেছে।

❖ ফাইবার@হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ এর NSP (Network Service Provider) সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক পরিকল্পনাঃ

ডোমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডিএনসিসি) এর ১১ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারী প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় । এ লক্ষ্যে পিজিসিবি নেটওয়ার্ক হতে ১ কোর জোন ভিত্তিক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ফাইবার@হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ নামক NTTN প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে

NSP (Network Service Provider) পারমিট এর আদলে ১৫ বছরের জন্য লীজ দেয়া হয়। NSP পারমিট প্রাপ্ত অপারেটরদের অনুকূলে PGCB এর প্রদানকৃত লীজ ফাইবার এর জেলাভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	বিভাগ/জেলা	মন্তব্য
ফাইবার@হোম লিঃ	চট্টগ্রাম এবং বরিশাল বিভাগ	১০১+৪০= ১৪১ টি উপজেলা
	রাজশাহী বিভাগ (৩১)+ঈশ্বরদী উপজেলা +পাবনা	৩২ টি উপজেলা
	রংপুর বিভাগ	১৩ টি উপজেলা
সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ	ঢাকা+খুলনা বিভাগ	১২২+৫৯ =১৮১ টি উপজেলা
	বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগ (ময়মনসিংহ+শেরপুর+ নেত্রকোনা+জামালপুর)	১৩ টি উপজেলা
	সিলেট বিভাগ	১৪ টি উপজেলা
	সিরাজগঞ্জ+পাবনা (ঈশ্বরদী উপজেলা ব্যতীত)	১৩ টি উপজেলা

বরাদ্দকৃত PGCB জোনের মাধ্যমে NSP অপারেটরদ্বয়কে ৩ বছরের মধ্যে ৬৪ টি জেলার ২৫০ টি উপজেলার ৪৫০০ টি ইউনিয়নে পিজিসিবি নেটওয়ার্ক এর বিস্তার অনুসারে নেটওয়ার্ক স্থাপনের বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়। নিম্নে বর্তমানে পিজিসিবি'র NSP নেটওয়ার্ক এর অগ্রগতি তুলে ধরা হলঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ফাইবার@হোম লিঃ উপজেলা	সামিট কমিউনিকেশনস্ লিঃ উপজেলা
ঢাকা	১৭	১২২	৪	৩৭
রাজশাহী	৮	৬৭	৭	২৩
চট্টগ্রাম	১১	১০১	১৬	২
খুলনা	১০	৫৯	৩	১৯
বরিশাল	৬	৪০	৩	০
সিলেট	৪	৩৮	০	১০
রংপুর	৮	৫৮	৯	০
সর্বমোট=	**৬৪**	**৪৮৫**	**৪২**	**৯১**

❖ মোবাইল অপারেটর সমূহের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তারঃ

মোবাইল অপারেটর সমূহ তাদের লাইসেন্স প্রাপ্তির পর হতে অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তারের মাধ্যমে দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক কভারেজ গঠন করেছে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে NTTN গাইডলাইন প্রণয়নের মাধ্যমে অপারেটরের স্ব স্ব নেটওয়ার্ক বিস্তারের পরিবর্তে কেবলমাত্র NTTN লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়সীমায় মধ্যে উপজেলা ভিত্তিক বাধ্যবাধকতা প্রদান করতঃ দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তারের দায়িত্ব দেয়া হয়। যার ফলে নতুন করে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনা স্থগিত হয়ে পড়ে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে NTTN অপারেটরের নেটওয়ার্ক অনুপস্থিতির আলোকে কমিশনের অনুমোদনক্রমে কিছু কিছু এক্সেস লেয়ার এ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে মোবাইল অপারেটরগণ নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের পাশাপাশি NTTN অপারেটর হতে অপটিক্যাল ফাইবার লীজ নিয়ে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নিম্নে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবারের তালিকা এবং NTTN হতে লীজকৃত অপটিক্যাল ফাইবারের বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

প্রতিষ্ঠান	নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার	লীজকৃত অপটিক্যাল ফাইবার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ (সিটিসেল)	১,১২৭ কিঃ মিঃ	০ কিঃ মিঃ
গ্রামীণফোন লিঃ	২,৭৪৬ কিঃ মিঃ	৩,৩৬২ কিঃ মিঃ
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ	৩,৩৩৭ কিঃ মিঃ	৯৩৪ কিঃ মিঃ
রবি আজিয়াটা লিমিটেড	১,৯৫৬ কিঃ মিঃ	১২,৫৫৭ কিঃ মিঃ
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	০ কিঃ মিঃ	২,৪২০ কিঃ মিঃ

❖ বিটিসিএলঃ

দেশব্যাপি ৬৪টি জেলার ৪৭২টি উপজেলায় ফাইবার অপটিকের মাধ্যমে বিটিসিএল ২৯,০০০ কিঃমিঃ এর অধিক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। এছাড়াও ১০৮ ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় ১০৭ টি ও "১০০০ টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় ১১০৯ টি সহ মোট ১২১৬ টি ইউনিয়নকে সংযুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু "ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন (4G, LTE) প্রকল্প" অধীনে দেশব্যাপী জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও আইসিটি বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিটিসিএল তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তার করছে।

❖ বাংলাদেশ রেলওয়েঃ

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গ্রামীণফোনকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত দেশব্যাপী বিস্তৃত ২০০৯ কিঃ মিঃ ২ কোর অপটিক্যাল ফাইবার লীজ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে উক্ত ভূগর্ভস্থ ফাইবারের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় গ্রামীণফোন তা নিজ খরচে আপগ্রেড করে স্থান বিশেষে ৩২ অথবা ৪৮ কোর অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করে এবং উক্ত নেটওয়ার্ক হতে ৪ কোর বাংলাদেশ রেলওয়েকে সিগনালিং এ ব্যবহারের জন্য প্রদান করে। সম্প্রতি বাংলাদেশ রেলওয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৪৮ কোরের ৪০৯ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ে এর রেললাইন বরাবর স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ২,৬২৪ কিঃমিঃ।

❖ পিজিসিবিঃ

Power Grid Company of Bangladesh Ltd. (PGCB) দেশব্যাপী High Voltage জাতীয় গ্রীড লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি OPGW (Optical Ground Wire) এর সমন্বয়ে High-Voltage Transmission Line এর মাধ্যমে দেশব্যাপি ৫৮টি জেলার ২০০টি উপজেলায় প্রায় ৭,০০০ কিঃমিঃ বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। PGCB কর্তৃক বিস্তৃত ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ৮, ১২, ২৪, ৩২, ২৪ অথবা ৪৮ কোরের। উল্লেখিত ফাইবারের খুব সামান্য অংশ সিগনালিং এর কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। যার দরুন ব্যবহারের পরেও যথেষ্ট Access Capacity উদ্বৃত্ত হিসাবে থাকছে। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে PGCB বিটিআরসি'র অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরকে টেলিকম সেবা প্রদানের জন্য ডার্ক ফাইবার লীজ প্রদান করছে।

কল সেন্টার:

কলসেন্টার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনায় বাংলাদেশে কলসেন্টার শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালে। স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং প্রবাসীদের অংশগ্রহণে শিল্পটি ক্রমশই বিকাশ লাভ করছে। দেশের বাজারের পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক বাজারেও এই সেক্টরের বিস্তার লাভ করছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কলসেন্টার কার্যক্রম বাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে।

কলসেন্টার শিল্পের বিকাশ দ্রুততর করার জন্য বিটিআরসি বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে কলসেন্টার শিল্পে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে বিটিআরসি এবং Bangladesh Association of Call Centre & Outsourcing (BACCO) একত্রে ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১৪ সালে World BPO ITO Forum এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কলসেন্টারের বিকাশের জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও উদ্যোগ তুলে ধরে। মাত্র ৭০০ কর্মী নিয়ে এই সেক্টরটি যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এ খাতে কর্মী সংখ্যা ৫০ হাজার এরও অধিক। ২০০৮ সালে এ খাত থেকে আয় ছিল ৪০ লাখ ডলার, যা ২০২১ সাল নাগাদ ১০০ কোটি ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়া, নামমাত্র মূল্যে লাইসেন্স প্রদান এবং একই সঙ্গে ৩ থেকে ৫ বছরের Revenue Sharing Holidays সুবিধা প্রদান করাসহ কলসেন্টার সমূহের Bandwidth (IP/IPLC) ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৬০% মূল্য ছাড় দেয়া কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে বিটিআরসি'র প্রণোদনার স্বাক্ষর বহন করে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্য সাবমেরিন ক্যাবল এর পাশাপাশি আইটিসি প্রতিষ্ঠান সমূহ কার্যক্রম শুরু করায় Bandwidth ব্যবহারের ক্ষেত্রে Redundant Path এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কলসেন্টার শিল্পের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

Description	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০
Existing Call Centre Licensee/Registration Certificate	২০১	২৪০	২৭৮	৩১৩
Operational International Call Centres	৬৫	৭০	৯২	১০১
Operational Domestic Call Centres	৩২	৪০	১৮৬	১৮৮
Employment	৩০,০০০+	৪০,০০০+	৫০,০০০+	৫০,০০০+

উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায় যে, কল সেন্টার কার্যক্রমের ব্যাপকতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটছে। Business Process Outsourcing (BPO) এবং কলসেন্টার ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বিটিআরসি বিভিন্ন প্রণোদনা এবং সক্রিয় উদ্যোগের ফলে উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবে এবং দেশের অগণিত শিক্ষিত বেকার যুবকের চাকুরীর সংস্থানের পাশাপাশি দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করবে।

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP)

ইন্টারনেট সেবা হতে শুরু করে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে আইএসপি অপারেটররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষরতা (Literacy) বৃদ্ধি করতে আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা বিকাশ এবং ইন্টারনেট পেনিট্রেশন বৃদ্ধি করতে আইএসপি অপারেটররা কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

গ্রাহকদের অব্যাহত চাহিদার প্রেক্ষিতে আইএসপি অপারেটররা সবসময় নতুন নতুন প্রযুক্তির সূচনা ঘটিয়েছে, যার ব্যাপ্তি অফলাইন ই-মেইল হতে শুরু করে উচ্চ গতির মাল্টিমিডিয়া সেবা পর্যন্ত বিস্তৃত। আইএসপি অপারেটররা প্রান্তিক গ্রাহক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ডায়াল-আপ, ক্যাবল, ওয়্যারলেস ও DSL ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন, ডাটা কানেক্টিভিটি (L2/L3 Connectivity, IP-VPN & MPLS-VPN, MPLS & SDH) এবং অন্যান্য সেবা যেমন ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব হোস্টিং, ম্যানেজড নেটওয়ার্ক সলিউশন, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সলিউশন, DNS পার্কিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-মেইল হোস্টিং, Streaming এবং FTP সার্ভার সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করে আসছে।

বাংলাদেশে ৬ (ছয়) ক্যাটাগরিতে মোট ১৯৮২ টি আইএসপি লাইসেন্স রয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলাই ইন্টারনেট সেবার আওতায় এসেছে। আইআইজি এবং আইএসপি হতে ব্যান্ডউইথ গ্রহণ করে বর্তমানে প্রায় ১৬৪৯ টি আইএসপি ও ক্যাটাগরি আইএসপি ইন্টারনেট সেবা প্রদান করছে। আইএসপি অপারেটর সমূহ ওয়্যারলেস এবং অপটিক্যাল ফাইবার উভয় পদ্ধতিতেই সেবা প্রদান করছে। নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে একনজরে আইএসপির বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের ধরণ	লাইসেন্সপ্রাপ্ত আইএসপির সংখ্যা	অপারেশনাল আইএসপি
১.	Nationwide	120	116
২.	Central Zone	85	83
৩.	Zonal	253	197
৪.	Category-A	810	716
৫.	Category-B	125	103
৬.	Category-C	589	434
মোট		1982	1649

ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (NIX):

ইন্টারন্যশনাল ব্যান্ডউইথ্ এর ব্যবহার সীমিতকরণে এবং অভ্যন্তরীণ ব্যান্ডউইথ্ এর ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে ০৮টি প্রতিষ্ঠানকে 'ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ' লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ০৬টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 'ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ' লাইসেন্স প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ Content এর পরিসর বৃদ্ধি, Local Web Browsing এ গ্রাহকগনের উৎসাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি Latency কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা। দেশের সকল আইএসপি ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ এর সাথে যুক্ত হলে ওয়েব ব্রাউজিং এ Latency কমার পাশাপাশি Local Traffic অভ্যন্তরীণভাবে Route হবে। ফলে লোকাল ইন্টারনেট/ট্রাফিক ব্যবহারের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইথ/ইন্টারনেট এর ব্যবহার কমবে। এতে করে ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইথ/ইন্টারনেটের ক্রয় বাবদ রাজস্ব ব্যয় কমার পাশাপাশি নতুন নতুন দেশীয় Content এর প্রসার ঘটবে। সর্বোপরি এ খাত সবদিক দিয়ে আরও শক্তিশালী হবে।

Data Information System (DIS):

International Long Distance Cable (ILDC), International Internet Gateway (IIG), Internet Service Provider (Nationwide/ Central Zone/ Zonal) এবং Category (A/B/C) লাইসেন্সধারী সকল অপারেটরের অপারেশনাল কার্যাবলীর তথ্যাদি নিয়মিতভাবে কমিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস (ইএন্ডও) বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদ এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। অপারেটরদের অপারেশনাল সংক্রান্ত তথ্যাদি দ্রুততার সাথে প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং তথ্য সংক্রান্ত কাগজ-পত্রাদি কমাতে ইএন্ডও বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে Data Information System (DIS) নামক একটি অনলাইন পাটফর্ম স্থাপন করা হয়। বর্তমানে বিটিআরসির ওয়েবসাইটে সংযুক্ত উক্ত সিস্টেমে ITC, IIG এবং ISP অপারেটরগণ সরাসরি লগ-ইন করে মাসিক ব্যান্ডউইথ তথ্যাদি দাখিলের পাশাপাশি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, PoP, IP এবং প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্যাদি নিয়মিতভাবে কমিশনে দাখিল করছে।

DATA INFORMATION SYSTEM ADMIN

- IIG Operator Wise Report
- IIG Monthly Report
- IIG Client Wise Report
- IIG Summary Report
- ILDC Operator Wise Report
- ILDC Client Wise Report
- ILDC Monthly Report
- ILDC Summary Report
- ILDC Service Report
- ILDC Connection Report
- Category ISP Operator Wise Report
- Category ISP Client Wise Report
- Category ISP Monthly Report
- Category ISP Summary Report
- ISP Operator Wise Report
- ISP Client Wise Report
- ISP Monthly Report
- ISP Summary Report
- Report Submission Summary
- Summary Report
- LOGOUT

Upstream / Downstream Details

- Home
- Client Search
- License Info
- Registration
- General Info
- POP Info
- IP Info
- Equipment Info
- Approval List
- IIG Upstream
- IIG Downstream
- ILDC Upstream
- ILDC downstream
- ISP Upstream
- ISP Downstream
- Category ISP Upstream
- Category ISP Downstream

DIS এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন অপারেটর কিংবা সকল অপারেটরের তথ্যাদি দ্রুততার সাথে প্রাপ্তির ফলে বিভিন্ন সময়ে সংসদীয় কমিটি বা সরকার/ মন্ত্রণালয় -এর চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদানের পাশাপাশি কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেকাংশেই সহজতর হয়েছে। DIS সিস্টেম এর মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির কারণে IIG হতে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে।

সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম ও ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল সিস্টেম:

আন্তর্জাতিক সংযোগের জন্য SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়ামের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সাবমেরিন ক্যাবল অপারেটর বিএসসিসিএল এর পাশাপাশি আরও ৬ (ছয়টি) আইটিসি অপারেটর অপারেশনে আসায় বর্তমানে ব্যান্ডউইথ মূল্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রভাব পড়ছে। পাশাপাশি বাজার প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় আইটিসি অপারটেরসমূহ ও বিএসসিসিএল এর সেবার মান দিন দিন আরো উন্নত হচ্ছে। Infrastructure Sharing Guideline অনুসরণ করে বর্তমানে বিএসসিসিএল ও আইটিসি অপারেটর সমূহ বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকেশনে Point of Presence (PoP) স্থাপনের মাধ্যমে গেটওয়েতে ভয়েস ট্রাফিক পৌঁছে দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যাকআপ এবং নতুন গন্তব্যে সরাসরি সংযোগের জন্য বিএসসিসিএল SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামে যোগদান করে। বর্তমানে বাংলাদেশে SEA-ME-WE-5 তার অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করেছে এবং উহার ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং কমিশন তাদের এ কার্যক্রমে সর্বদা সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানাগুলোর বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি হয়েছে যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। বর্তমান অর্থ বছরের গড় ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ এর পরিমান হলো ১৯৮৪০৮৩ এমবিপিএস। ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের অপারেটর ভিত্তিক মোট ক্যাপাসিটি, অপারেটর ভিত্তিক ব্যবহৃত ক্যাপাসিটি এবং মাস ভিত্তিক ব্যবহৃত ক্যাপাসিটি এর ইনফোগ্রাফিক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

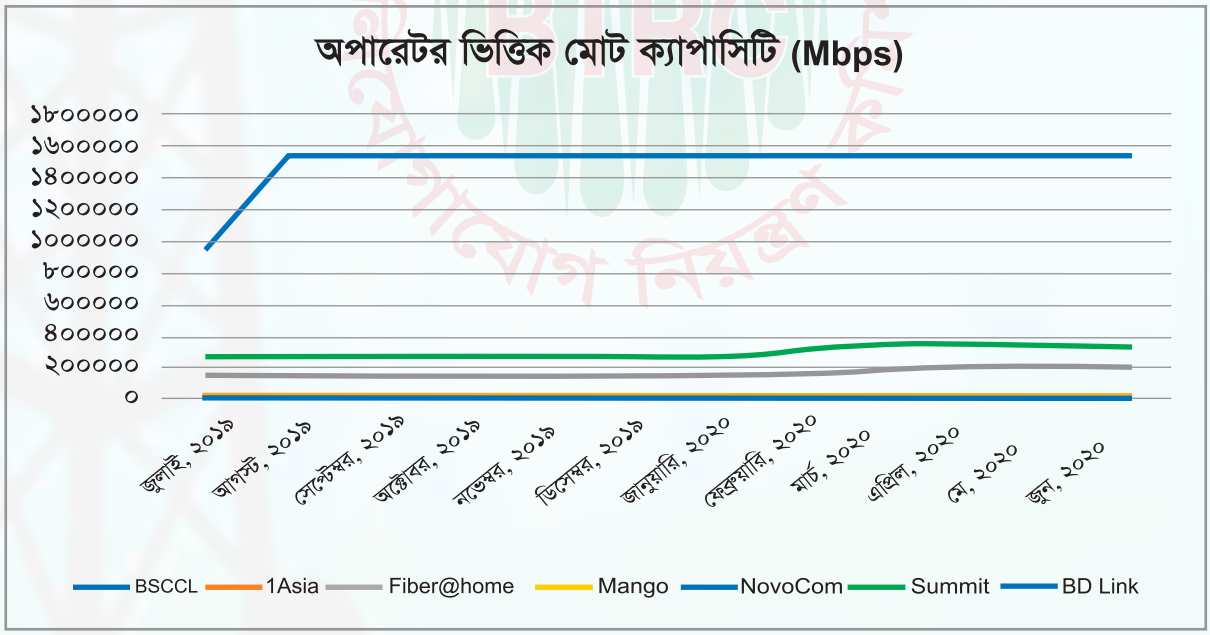

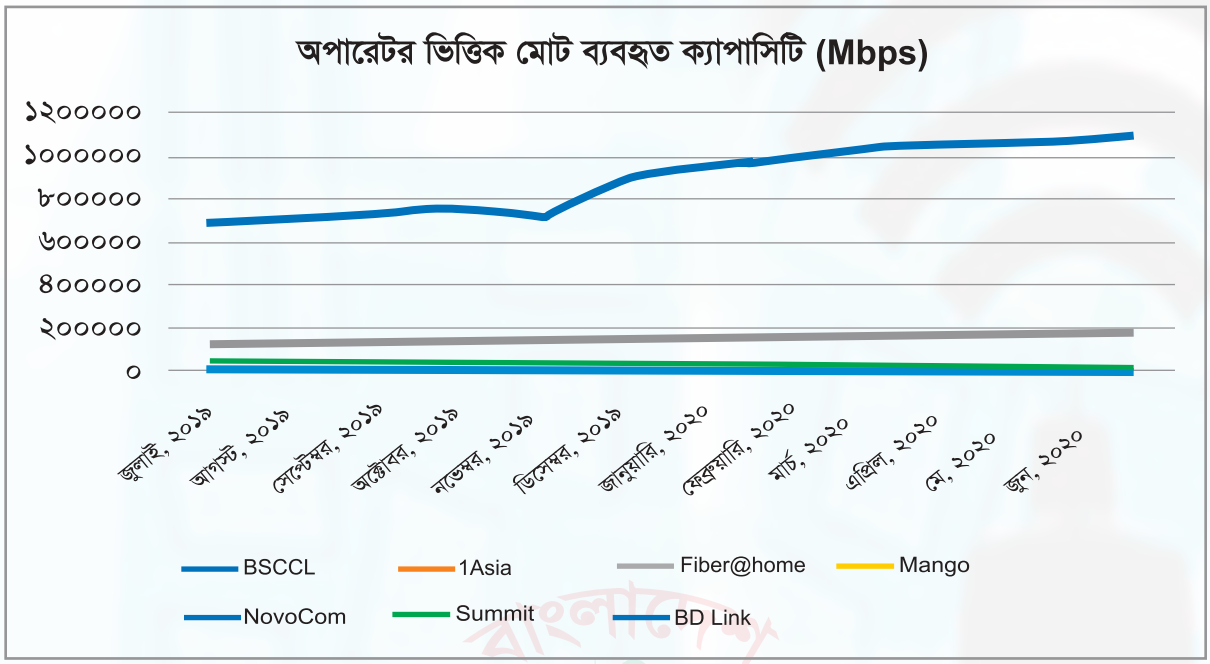

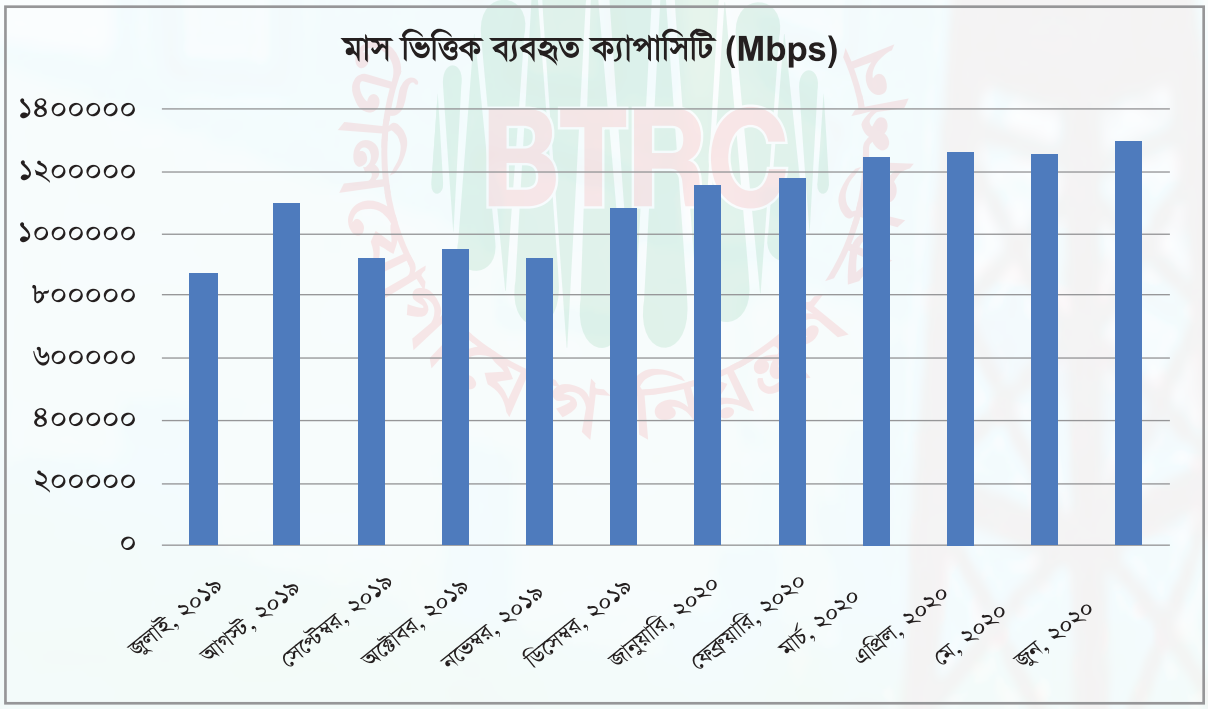

আইপি-পিএবিএক্স (IP-PABX):

দেশের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আইপি-পিএবিএক্স সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য আইপি-পিএবিএক্স ব্যবস্থা হচ্ছে একটি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সমাধান, যার ব্যবহারে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রযুক্তিগতভাবে দৃঢ়তা লাভে সক্ষম হয়েছে।

আইপি-টেলিফোনি (IP-Telephony):

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য টেলিযোগাযোগ সেবা ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি যা সহজভাবে আইপি টেলিফোনি নামে পরিচিত বর্তমান সময়ে সাশ্রয়ী উপায়, যার মাধ্যমে ভয়েস কলকে ডাটা প্যাকেট আকারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সঞ্চারিত করা যায়। এ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভয়েস কল করা সম্ভব। বিটিআরসি এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৮ টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানকে আইপিটিএসপি লাইসেন্স প্রদান করেছে। এর মধ্যে বর্তমানে ২৪ টি আইপিটিএসপি প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অ্যাপস ভিত্তিক কলিং সার্ভিস (Apps Based Calling Service):

Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিস ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণ খুব সহজে মোবাইল ফোনের Apps এর মাধ্যমে সুলভে টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহন করতে পারছে। বর্তমানে ১২টি আইপিটিএসপি অপারেটর সমূহ যথা ইন্টারক্লাউড লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, লিংক-থ্রী টেকনোলজিস লিমিটেড, বিডিকম অনলাইন লিমিটেড, মেট্রোনেট বাংলাদেশ লিমিটেড, আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেডসহ অন্যান্য আইপিটিএসপিকে এ সেবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ইন্টারক্লাউড লিমিটেড এবং আম্বার আইটি লিমিটেড প্রতিষ্ঠান দুইটি যথাক্রমে Brilliant Apps এবং Amber IT IP Phone নামক Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিস প্রদান করছে।

অবকাঠামো অংশীদারিত্বঃ

বিটিআরসি হতে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের অবকাঠামো অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে Infrastructure Sharing গাইডলাইনের প্রণয়ন করা হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো তৈরি এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অবকাঠামো তৈরি করা হলে টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের এ সংক্রান্ত বিনিয়োগ কমার পাশাপাশি নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। এর ফলে দ্রুততম সময়ে ও সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের পথ উন্মুক্ত হবে। উক্ত অবকাঠামো অংশীদারিত্বের নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে Passive অবকাঠামো শেয়ারের সুযোগ থাকলেও, Active অবকাঠামো শেয়ারের কোন সুযোগ নেই। বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা একে অপরের সাথে অবকাঠামো অংশীদারিত্বের চুক্তি করছে এবং তদানুযায়ী তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাওয়ার, স্থান, ফাইবার ক্যাবল, জেনারেটরসহ অন্যান্য Passive Equipment শেয়ারের মাধ্যমে ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে Active Sharing এর সুযোগ সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে সরকারের নির্দেশক্রমে একটি সংশোধিত খসড়া গাইডলাইন কমিশন হতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া গাইডলাইনে মোবাইল অপারেটরদের স্পেকট্রাম ব্যতিত Multi Operator Radio Access Network (MORAN) শেয়ারিং এর প্রস্তাব করা হয়েছে যা গত ২১/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিটিআরসির কার্যক্রম সংক্রান্ত সভায় স্থগিত রাখা হয়েছে।

টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স সংক্রান্তঃ

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের নিমিত্ত টাওয়ারের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে টাওয়ার স্থাপন এর কারণে সৃষ্ট বিকিরণে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতিরোধ এবং আবাদি জমির উপরে টাওয়ার স্থাপনের কারণে আবাদি জমির পরিমান হ্রাস রোধ, বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে মোট চারটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। উক্ত লাইসেন্সের সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনের শর্ত মোতাবেক ইতোমধ্যে টাওয়ার শেয়ারিং অপারেটর এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে কমিশনের Vetting প্রদান করে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহনের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন অপারেটরদের মধ্যকার চুক্তি প্রস্তুত করা একটি জটিল বিষয় বিধায় নির্দেশনা মোতাবেক চুক্তি দাখিলে জটিলতা দেখা দেয়। কমিশন এই জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত এবং জনগণের জন্য দ্রুত মানসম্মত সেবা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার নির্দেশনা মোতাবেক একটি Service Level Agreement (SLA) প্রণয়ন এর উদ্দেশ্যে সকল অপারেটরের উপস্থিতিতে একাধিক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা সভা সমূহে দিনভর বিষদ আলোচনার

প্রেক্ষিতে ও উপস্থিত সকল অপারেটরের মতামত বিবেচনার প্রেক্ষিতে একটি Service Level Agreement (SLA) চূড়ান্ত করে কমিশন হতে জারি করা হয়। পরবর্তীতে জারিকৃত চুক্তির আলোকে সকল অপারেটরদের যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয় যাতে করে টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত পৌঁছাতে পারে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক টাওয়ারকো লাইসেন্সী সমূহ মোবাইল অপারেটর ও অন্যান্য অপারেটরদের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি প্রস্তুত করে কমিশনের নিকট vetting এর উদ্দেশ্যে দাখিল করেছে। উক্ত চুক্তির অনুমোদনের মাধ্যমে পরবর্তীতে টাওয়ারকো লাইসেন্সীর কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইন বাস্তবায়নের যে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরী হয়েছে তা অচিরেই নিরসন হবে এবং টাওয়ারকো শেয়ারিং যুগের সূচনা হবে।

ভিডিও কনফারেন্সিং:

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশে অথবা দেশের বাইরে অবস্থিত তাদের শাখা অফিস এবং অন্যান্য সহযোগী অথবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। কমিশন হতে ভিডিও কনফারেন্সিং পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রযোজ্য ফি প্রদান সাপেক্ষে কমিশন হতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর অনুমোদন প্রদান করা হয়। বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও সমূহের নিকট ভিডিও কনফারেন্সিং এর চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর ক্ষেত্রে কোন ধরনের ফি নির্ধারন করা হয়নি।

টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তি পত্র (NOC)

"বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১" এবং "আমদানি নীতিমালা ২০১৫-২০১৮" অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস্ বিভাগ হতে টেলিযোগাযোগ কাজে ব্যবহৃত নন-ওয়্যারলেস যন্ত্রপাতি আমদানির পূর্বানুমোদন প্রদান করা হয়। এ ধরণের নন-ওয়্যারলেস টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ আমদানির অনুমোদন পেতে হলে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উল্লেখিত নীতিমালার আলোকে আবেদন করার প্রয়োজন হয়। এধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে কোন ফি প্রযোজ্য নয়। অত্র বিভাগের আওতাধীনে গত অর্থ বছরে বিপুল পরিমাণ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি যেমনঃ সুইচ, রাউটার, সার্ভার, মডেম, পাওয়ার সাপ্লাই যন্ত্রপাতি, রেকটিফায়ার, ক্যাবল ইত্যাদি আমদানির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদির গুণগতমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিটিআরসি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

লীগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

লীগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর লীগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ মূলত লীগ্যাল এবং লাইসেন্সিং এই দুই শাখা নিয়ে গঠিত। লীগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ এর প্রধান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন একজন মহা-পরিচালক এবং লীগ্যাল শাখা ও লাইসেন্সিং শাখা এর দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে পরিচালক (লীগ্যাল) ও পরিচালক (লাইসেন্সিং)। লাইসেন্সিং শাখা বিভিন্ন প্রকার টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে লাইসেন্সিং গাইডলাইন প্রণয়ন, লাইসেন্স ইস্যুকরণ, লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল বিষয়াদি তত্ত্বাবধায়ন করে থাকে। লীগ্যাল শাখা কমিশন এর পক্ষে অথবা বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা, গাইডলাইন/লাইসেন্স এ বর্ণিত বিধানাবলী এর বিষয়ে জটিলতা নিরসনে আইনগত মতামত ও ব্যাখ্যা প্রদান এবং আইন সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে থাকে।

লীগ্যাল শাখাঃ

চিত্রঃ ৫.১

লীগ্যাল শাখা কমিশনের আইন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কমিশনের সকল বিভাগের কার্যক্রম হতে উদ্ভুত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়-আইনী পরামর্শ প্রদান, প্রস্তাবিত চুক্তির আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিযোগ শুনানি, কারণ দর্শানোর নোটিশ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন, প্রবিধানমালা, গাইডলাইনস্ এবং লাইসেন্সসমূহের খসড়া প্রণয়ন এ সরকারকে সহায়তা করা, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে এবং বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা, কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রবিধানমালা বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদন, কমিশনের অন্যান্য বিভাগের কাজে প্রয়োজনীয়

আইনগত মতামত প্রদান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিভিন্ন আইন, প্রবিধান, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেটিং ও মতামত প্রদান, লাইসেন্সধারীদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ নিষ্পত্তি, মামলার বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ, বিভিন্ন ল'ফার্ম এবং সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, আইনজীবী নিয়োগ, Affidavit তৈরী, মামলার তদন্ত সম্পন্ন করতঃ FRT/Chargesheet তৈরী, সারাদেশে বিভিন্ন থানায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এ দায়েরকৃত মামলাসমূহে VoIP যন্ত্রপাতি সনাক্তকরণ, দেশের বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Chargesheet/ FRT দাখিল এর অনুমোদন প্রদান ইত্যাদি সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ ঃ

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় আইন প্রণীত হয়েছে। তার মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ উল্লেখযোগ্যঃ

টেবিল ঃ ৫.১

১. দ্যা টেলিগ্রাফ এ্যাক্ট, ১৮৮৫	৬. টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯
২. দ্যা ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি এ্যাক্ট, ১৯৩৩	৭. পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
৩. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১	৮. প্রতিযোগীতা আইন, ২০১২, এবং
৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬	৯. সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০১৫।
৫. কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন,২০০৬	

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর সংশোধনীসমূহঃ

দেশের স্বার্থ ও টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০১ সালে প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এ বিভিন্ন সময় সংশোধনী আনা হয়েছে। সংশোধনীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপঃ

টেবিল ঃ ৫.২

নং	সংশোধন	অধ্যাদেশ/ আইন	কার্যকারিতা/মেয়াদকাল
১	১ম সংশোধন	২০০৫ সনের ১নং অধ্যাদেশ	অধ্যাদেশটি ২০০৬ সনের ৭নং আইন দ্বারা রহিত হয়। মেয়াদকাল ছিল ১০-১২-২০০৫ পর্যন্ত।
২	২য় সংশোধন	২০০৬ সনের ৭নং সংশোধন আইন	মেয়াদকাল ১১-১২-২০০৫ হতে অদ্যাবধি।
৩	৩য় সংশোধন	২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ	মেয়াদকাল ২২-১২-২০০৮ হতে ২৪-০২-২০০৯ পর্যন্ত ছিল। বাংলাদেশ সংবিধান এর অনুচ্ছেদ-৯৩(২) এর বিধান মোতাবেক সংসদের ১ম অধিবেশনে উপস্থাপিত না হওয়ায় অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়।
৪	৪র্থ সংশোধন	২০১০ সনের ৪১ নং আইন	মেয়াদকাল ০১-০৮-২০১০ হতে অদ্যাবধি।

টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত পলিসিসমূহঃ

টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত আইনের বিধান বাস্তবায়ন এবং একই সাথে এই সেবা খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত কতিপয় পলিসি বা নীতিমালা গ্রহণ করে। সময়ে সময়ে গৃহীত পলিসিসমূহ নিম্নরূপঃ

১. ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন পলিসি, ১৯৯৮

২. আইএলডিটিএস (ILDTS) পলিসি, ২০০৭

৩. ন্যাশনাল ব্রডব্যান্ড পলিসি, ২০০৯

৪. আইএলডিটিএস (ILDTS) পলিসি, ২০১০

৫. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮

৬. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এএনএস (ANS) অপারেটর'স কোয়ালিটি অব সার্ভিস রেগুলেশন, ২০১৮

টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত রুলস/বিধিমালা/আদেশসমূহ ঃ

একই সাথে এই সেবা খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত কতিপয় রুলস/বিধিমালা/আদেশ জারী করে। সময়ে সময়ে জারীকৃত রুলস/বিধিমালা/আদেশসমূহ নিম্নরূপঃ

১. সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪।
২. আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮।

সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত প্রবিধানমালাসমূহ ঃ

কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স প্রদান, আন্তঃসংযোগ, কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরী প্রবিধানমালা, কর্মচারীদের চাকুরী সংশ্লিষ্ট সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলী কী পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে তার বিধান সম্বলিত বেশ কয়েকটি প্রবিধানমালা কমিশন ইতোমধ্যে প্রণয়ন করেছে। বর্ণিত প্রবিধানমালা দিয়েই কমিশনের প্রাত্যহিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ১৮(৪), ২৪(২)(খ),৩১(২)(থ), ৩২, ৩৬(৬), ৩৮, ৪৯(৩)(খ), ৫৪(১), ৫৫(৩), ৫৭(১), ৬৫, ৭৫, ৮৭(৩) ও ৯৯ ধারার বিধান অনুসারে কমিশন অত্র আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে প্রবিধান প্রণয়ন করে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করে। কমিশন হতে নিম্নেবর্ণিত প্রবিধানমালাসমূহের খসড়া প্রস্তুত করতঃ সরকারের অনুমোদনের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছেঃ

১. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল প্রবিধানমালা।
২. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা।
৩. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (টেলিযোগাযোগ প্রতিযোগিতা) প্রবিধানমালা, ।
৪. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর কর্মচারী অবসর ভাতা প্রবিধানমালা।
৫. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল প্রবিধানমালা

কমিশনে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালাসমূহ কার্যকর রয়েছে ঃ

১. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) Regulations, 2004 (BTRC Regulation No. 1 of 2004).
২. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Interconnection) Regulations, 2004 (BTRC Regulations No 2 of 2004).
৩. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Employees) Service Regulations, 2005.
৪. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Amendment no 1 of 2005 of the BTRC Licensing Procedure Regulations, 2004 (Regulations No. 1 of 2004).
৫. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Amendment no 1 of 2007 of the BTRC Licensing Procedure Regulations, 2004 (Regulations No. 1 of 2004).
৬. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Administrative Fine) Regulations, 2007 (BTRC Regulation No. 2 of 2007).
৭. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Interconnection (Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No 1 of 2008).
৮. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Interconnection (Licensing Procedure) (Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No. 2 of 2008).
৯. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) (Second Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No. 3 of 2008).

১০. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) (Amendment) Regulations, 2009 (BTRC Regulation No. 1 of 2009).

১১. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯

১২. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮

১৩. The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (ANS Operator's Quality of Service) Regulations, 2018

লীগ্যাল শাখার কার্যক্রমসমূহ ঃ

লীগ্যাল শাখা কমিশনের যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তা সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) কমিশন-কে মামলার বিষয়ে বা আইনী যে কোন বিষয়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;

(খ) দেশের ৬৪টি জেলার নিম্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদারকি, মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা ও আদালতে মামলা পরিচালনা করা;

(গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) এর বিধান মোতাবেক অন্যান্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত চার্জশীট/চূড়ান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনান্তে আদালতে দাখিলের অনুমোদন প্রদান করা;

(ঘ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে দায়েরকৃত মামলায় জব্দকৃত আলামত আদালতে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা;

(ঙ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীন নিম্ন আদালতে দায়েরকৃত সকল মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যাচিত জব্দকৃত আলামত সংক্রান্ত কারিগরি মতামত প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(চ) বিভিন্ন মামলার সাক্ষীগণকে পরামর্শ প্রদান এবং সাক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করা;

(ছ) কমিশনের নিকট দায়েরকৃত সকল আন্ত: অপারেটরদের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানীর ব্যবস্থা ও নিষ্পত্তি করা;

(জ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৮০(৭) অনুযায়ী কমিশনের পক্ষে আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করা;

(ঝ) মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রস্তুত ও আদালতে দাখিল করা;

(ঞ) কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়ের করা উচ্চ আদালতের মামলাসমূহ পরিচালনা করা;

(ট) র‍্যাব/পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত মালামাল কোর্টের নির্দেশে সংরক্ষণ করা;

(ঠ) কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী/ল'ফার্ম-কে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা;

(ড) লাইসেন্সিং শর্ত ভঙ্গের কারণে আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে কারণ দর্শানো নোটিশের ভেটিং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

(ঢ) রুলস্, রেগুলেশনস্, গাইডলাইনস্, লাইসেন্স, নির্দেশনা, পারমিট, চুক্তি, সমঝোতা স্মারকসহ নানাবিধ লীগ্যাল ডকুমেন্ট পরীক্ষা (ভেটিং) করা;

(ণ) সকল রেগুলেশন বা আইন সংশোধনের বিষয়ে কমিশনকে সহায়তা প্রদান করা;

(ত) লাইসেন্স/ চুক্তির শর্ত লংঘন সংক্রান্ত আইনগত তদন্ত করা;

(থ) আইন/লীগ্যাল সংশ্লিষ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;

(দ) মামলার তদন্তের স্বার্থে আসামীদের সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (গ্রেফতার, আদালতে সোপর্দ) গ্রহণ করা;

(ধ) মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন থানার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তে সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ন) মামলার কাগজপত্র সংগ্রহ করে কমিশনকে অবহিত করা এবং কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(প) মামলার আলামত সংরক্ষণ এবং কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত মালখানা নিয়ন্ত্রণ, রক্ষনাবেক্ষণ এবং আদালতে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা;

(ফ) কমিশন-কে সময় সময় তদন্ত অগ্রগতি অবহিত করা এবং আদালতে তদন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করা;

(ব) সার্টিফিকেট অফিসার নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

(ভ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে আইন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা;

(ম) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিভিন্ন আইন, প্রবিধান, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেটিং ও মতামত প্রদান করা।

কমিশনের নিয়োগপ্রাপ্ত ল'ফার্ম এবং আইনজীবী ঃ

বিটিআরসি'র মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ল'ফার্ম এবং আইনজীবী বর্তমানে লীগ্যাল বিভাগের সাথে যুক্ত রয়েছে-

১। লীগ্যাল এ্যাডভাইজার

লেক্স কাউন্সেল

বিএসইসি ভবন, (লেভেল-১০)

১০২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ

কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

২। প্যানেল ল'ইয়ার্স

ক) উচ্চ আদালতের জন্য ঃ

১। জনাব মোঃ রবিউল আলম বুদু, রুম নং-৩০৩ (পুরাতন), সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন ভবন, ঢাকা-১০০০।

২। জনাব মোঃ বদরুল ইসলাম, রুম নং-২১৬ (এনেক্স), সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন ভবন, ঢাকা-১০০০।

৩। জনাব আব্দুল মাবুদ মাসুম, ৩২/৬, পূর্ব নয়াটোলা, শান্তিনগর, রমনা, ঢাকা।

৪। জনাব এ. কে. এম. আলমগীর পারভেজ ভূঁইয়া, ফ্লাট- ৩সি, ৫৬০ উত্তর ইব্রাহীমপুর, শিক্ষক মালঞ্চ ভবন, কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ঢাকা।

৫। জনাব মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম খন্দকার, রুম নং-৮০৬ (এনেক্স), সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন ভবন, ঢাকা-১০০০।

খ) নিম্ন আদালতের জন্য ঃ

১। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আবু, কাজী গার্ডেন, ৫২ নর্থ রোড, কলাবাগান, ধানমন্ডি, ঢাকা।

২। জনাব ইকবাল আহমেদ খান, এ-২২, আন্ডার গ্রাউন্ড পারজোয়ার সেন্টার, ঢাকা জজ কোর্ট, ঢাকা।

৩। জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান, স্যুইট# ৮/৩৭ সি, ইস্টার্ন পাজা কমার্সিয়াল কমপেক্স, হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫।

৪। জনাব মোঃ ইমানুর রহমান, ৪২, নর্থ রোড, থানা- কলাবাগান, ঢাকা-১২০৯ এবং সৈয়দ রেজাউর রহমান্‌ এসোসিয়েট্‌স, রুম নং-০৮, ৬-৭ কোর্ট হাউস স্ট্রীট ঢাকা বার বিল্ডিং (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০।

৫। জনাব মোহাম্মাদ আবু সাঈদ সিদ্দিক, রুম নং- এ/২৬, পারজোয়ার সেন্টার, ২২, কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ঢাকা-১০০০।

৬। জনাব মাইনুল ইসলাম, হায়দার ম্যানশন, রুম নং- ০৭ (১ম তলা), ১৪/১, কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ঢাকা-১০০০।

৭। জনাব রুবেল পাল, ৪২ দেওয়ানজি পুকুর লেন, দেওয়ান বাজার, কতোয়ালী, চট্টগ্রাম এবং রুম নং- ৩১০ (৩য় তলা), আইনজীবী এনেক্স ভবন-১, কোর্ট হিল, চট্টগ্রাম।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিবরণঃ

সাধারণত অপরাধী কর্তৃক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর লঙ্ঘন করায় কমিশন নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালতের শরনাপন্ন হয়। আবার কখনও কখনও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহও আদালতে মামলা দায়ের করে থাকে। বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

টেবিল ঃ ৫.৩

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	বিবরণ/মামলার প্রকৃতি	বিটিআরসি কর্তৃক দায়েরকৃত	মন্ত্রণালয়/ বিটিআরসি'র বিপক্ষে দায়েরকৃত	মোট মামলার সংখ্যা
১.	জজ কোর্ট	দেওয়ানী (Civil)	০০	০০	৪০টি
২.	জজ কোর্ট	ফৌজদারী (Criminal)	১৪	০০	
৩.	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ	Writ Petition, Company Matter, Quashment	০০	১৭	
৪.	মহামান্য আপীল বিভাগ	আপীল	০৭	০২	
		মোট মামলার সংখ্যা =	**২১**	**১৯**	

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিটিআরসি/মন্ত্রণালয় এর পক্ষে/ বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা পরিসংখ্যানঃ

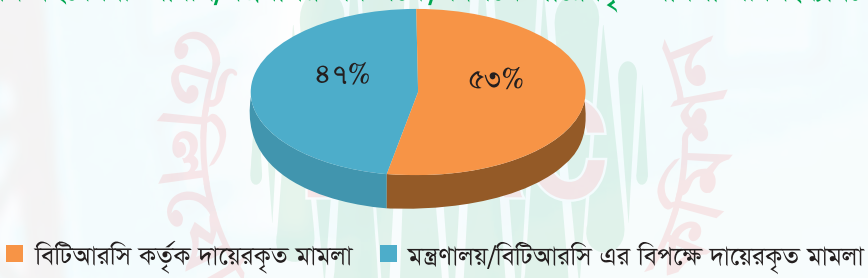

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণঃ

টেবিল ঃ ৫.৪ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলা

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	বিবরণ/মামলার প্রকৃতি	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
১.	জজ কোর্ট	দেওয়ানী (Civil)	০০
২.	দায়রা কোর্ট	ফৌজদারী (Criminal)	০৫
৩.	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ	Writ Petition, Contempt Petition	১০
৪.	মহামান্য আপীল বিভাগ	আপীল	০৬
		মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	২১

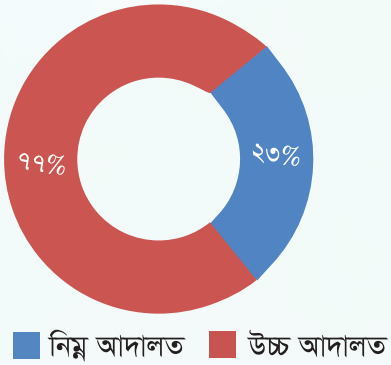

২০১০-২০১১ অর্থ বছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়কালে কমিশন এর পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলা এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বছর ভিত্তিক কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান

টেবিল ঃ ৫.৫

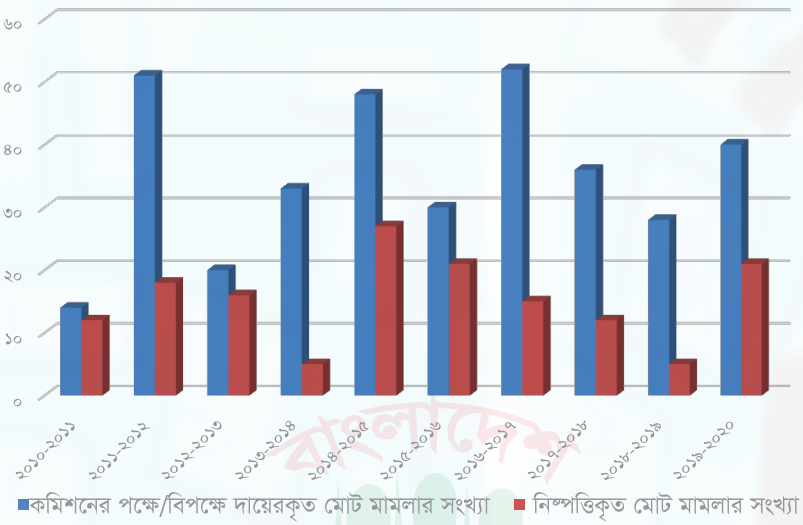

নিম্ন আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে বিটিআরসি'র ভূমিকাঃ

লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতীত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিটিআরসি আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সাধারণতঃ অপরাধীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় জি. আর. মামলা রুজু করার মাধ্যমে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই শাখা সর্বদা সরকারের স্বার্থ সমুন্নত রাখার জন্য আইনগত তথ্য উপাত্ত দিয়ে অভিযোগকারী এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৮০(৭) অনুযায়ী কমিশনের সহকারী পরিচালক থেকে শুরু করে পরিচালক (লীগ্যাল) পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আদালতে উপস্থিত থেকে মামলা পরিচালনায় কমিশনের বা সরকারের আইনজীবীদের সহায়তা প্রদানসহ আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, অনেক সময় বিভিন্ন অপারেটরের নিকট হতে তাদের Non-Compliance এর জন্য জরিমানা বাবদ কমিশনের পক্ষে অর্থ আদায়ের জন্য Public Demands Recovery Act, 1913 অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা দায়ের ও সক্রিয়ভাবে পরিচালনা এই শাখা হতে করা হয়। এছাড়াও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করা হলে তাতেও কমিশনের নিয়োগকৃত আইনজীবীর পাশাপাশি কমিশনের সহকারী পরিচালক থেকে শুরু করে পরিচালক (লীগ্যাল) পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আদালতে সামগ্রিক তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করেন।

টেবিল ঃ ৫.৬

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
১	২০১৯-২০২০	১৪	০৫
২	২০১৮-২০১৯	২৮	০৫
৩	২০১৭-২০১৮	৩৬	১২
৪	২০১৬-২০১৭	৫২	১৫
৫	২০১৫-২০১৬	৩০	২১
৬	২০১৪-২০১৫	৪৮	২৭
৭	২০১৩-২০১৪	৩৩	৫
৮	২০১২-২০১৩	২০	১৬
৯	২০১১-২০১২	৫১	১৮
১০	২০১০-২০১১	১৪	১২

অবৈধ ভিওআইপি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত রিপোর্ট এর অনুমোদন জ্ঞাপনঃ

কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৬১, ৭৮ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ অনুসরণ সাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) অনুযায়ী এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ এর ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত রিপোর্ট জমা প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশন হতে অনুমোদনপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত বাধ্যবাধকতা যেন লংঘিত না হয় সে জন্য বাংলাদেশের সকল থানায় পত্র মরফত যোগাযোগ করে এবং আদালতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) অনুযায়ী কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে মহাপরিচালক (লীগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং) প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার কেস ডায়েরী (সিডি), সম্পূরক কেস ডায়েরী (এস, সি, ডি), অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে লিখিতভাবে অনুমোদন জ্ঞাপন বা প্রয়োজনীয় আইনানুগ আদেশ প্রদান করে থাকেন।

উচ্চ আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে বিটিআরসি'র ভূমিকাঃ

এই বিভাগ যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন ধরনের মামলা পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখ্য যে, সাধারণত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কমিশনের আদেশে সংক্ষুব্ধ হয় তারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে Writ of Mandamus, Writ of Certiorari এর মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থনা করে। এছাড়াও দায়রা আদালত কর্তৃক চার্জ গঠনের আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী রিভিশন দায়ের এর মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থনা করে থাকে। উক্ত মামলাসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে কমিশনের পক্ষে affidavit in opposition প্রস্তুত করে এবং মামলার রুল শুনানী বা আদেশের জন্য প্রস্তুত হলে নিয়োগকৃত ল-চেম্বারের মাধ্যমে শুনানিতে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থাকে। এছাড়া প্রাথমিক কাজসমূহ যেমন affidavit in opposition দাখিল করার জন্য ক্ষমতা অর্পণ পত্র, ওকালতনামা এবং নোটিশ প্রস্তুত করাসহ সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে ল'ফার্মকে সরবরাহ ও তা ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রয়োজনে আদালতে উপস্থিত হয়ে কারিগরি মতামত প্রদান করা হয়। ফলে এখন পর্যন্ত মহামান্য আদালত ৮৭.৫৬% রীট মামলায় কমিশনের পক্ষে রায় প্রদান করেছেন।

প্রশাসনিক জরিমানা ঃ

কোন লাইসেন্সধারী লাইসেন্সের কোন শর্ত অথবা নির্দেশনা অথবা আইন/প্রবিধানের কোন বিধান লংঘন করলে এই বিভাগ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩১(ঠ), ৪৬(৩)(গ), ৪৬(৩)(ঘ), ৬৩(৩), ৬৪(৩), ৬৫ ধারা এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী উক্ত লাইসেন্সধারীকে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করে। যদি লাইসেন্সধারীর বক্তব্য সন্তোষজনক না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীর উপর প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি কমিশনের সামনে উত্থাপন করা হয়। কমিশন আইনের বিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক জরিমানা আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিশনের লীগ্যাল ও লাইসেন্সিং বিভাগ হতে প্রশাসনিক জরিমানা সংশ্লিষ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়।

বিরোধ নিষ্পত্তি ঃ

যদি কোন পরিচালনকারী অথবা কোন গ্রাহক অন্য কোন অপারেটর সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণে কমিশনের বরাবরে অভিযোগ করে, কমিশন থেকে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অভিযোগ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বর্ণিত অভিযোগ সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট অপারেটরদেরকে আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ডেকে পাঠাতে পারে। কমিশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩১(২)(চ) এবং ৩১(২)(দ) ধারা, The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Interconnection) Regulations, 2004 এর প্রবিধান-১০ এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী কমিশন উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের কমিশনের সিদ্ধান্ত মান্য করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কমিশনে বর্তমানে কয়েকটি অপারেটরের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লাইসেন্সিং শাখা

লাইসেন্সিং ডাইরেক্টরেট কমিশনের পক্ষে প্রতিনিয়ত উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতি-র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স ইস্যুসহ কলসেন্টার রেজিষ্ট্রেশন, আবার সরকারের অনুমোদন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিডিং/অকশন পদ্ধতিতেও লাইসেন্স ইস্যুর কাজ সম্পন্ন করছে। নতুন লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র উপস্থাপন, আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন, পরিদর্শন, লাইসেন্স ইস্যুকরণ, পুনঃবৈধকরণ, নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ, সমর্পন, সংশোধন, পরিবর্তন, একীভূতকরণ, লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন এবং লাইসেন্স নবায়নের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনসহ লাইসেন্সিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

লাইসেন্সিং শাখার কার্যক্রমঃ

লাইসেন্সিং শাখা যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তা সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) লাইসেন্সিং সংশ্লিষ্ট সকল সিদ্ধান্ত কমিশনের পক্ষে বাস্তবায়ন করা;

(খ) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লাইসেন্সের প্রস্তাবনা আহবান করা;

(গ) লাইসেন্সের আবেদন প্রস্তাব জমা রাখা এবং আবেদনপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

(ঘ) লাইসেন্সের মূল্যায়ণ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(ঙ) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক লাইসেন্স প্রস্তুতকরণ;

(চ) সকল প্রকার লাইসেন্স ইস্যু করা;

(ছ) সকল লাইসেন্স নবায়ন করা;

(জ) লাইসেন্সের বাৎসরিক এনডোরসমেন্ট এর আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা;

(ঝ) লাইসেন্স এর শর্ত ভঙ্গের কারণে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা;

(ঞ) কমিশন হতে প্রণয়নকৃত সকল প্রকার গাইডলাইন জারী করা;

(ট) কমিশনের অডিট কার্যক্রমে সহায়তা করা;

(ঠ) বাৎসরিক প্রতিবেদনসহ লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে সহায়তা করা;

(ড) কমিশনের লাইসেন্স ইস্যু/বাতিল সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সময়োপযোগী করে সংরক্ষণ করা এবং ওয়েব সাইটে প্রদান করা;

(ঢ) লাইসেন্সের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন/একীভূতকরণ সংশ্লিষ্ট কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা;

(ণ) লাইসেন্সের শর্ত আরোপ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

(ত) সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাইসেন্সযোগ্য বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা অনুমোদনের ব্যবস্থা করা;

(থ) লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা পরিবর্তন;

(দ) কমিশন সভার সিদ্ধান্তের জন্য লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যপত্র উপস্থাপন;

(ধ) কমিশন সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন;

(ন) বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারী করা;

(প) লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী বিভিন্ন শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্যারান্টি সংরক্ষণ, কর্তন ও অবমুক্তকরণ;

(ফ) লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

(ব) লাইসেন্সধারী কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তিকরণ;

(ভ) কোম্পানী একীভূত করণ সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তিকরণ;

(ম) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা;

লাইসেন্স ইস্যুকরণঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের বিধান অনুসারে কমিশন আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে লাইসেন্স প্রদান এর লক্ষ্যে The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) Regulations, 2004 (BTRC Regulation No. 1 of 2004) প্রণয়ন করা হয়। বর্ণিত লাইসেন্সিং রেগুলেশন অনুযায়ী কমিশন হতে বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে এবং উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে টেলিযোগাযোগ সেবার লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে।

১। উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিঃ

কমিশন হতে উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে আইএসপি, কল সেন্টার, ভেহিক্যাল ট্রাকিং, এনটিটিএন, টিভ্যাস ও ভিস্যাট ইত্যাদি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ সকল লাইসেন্সের আবেদনপত্র পাওয়ার পর কমিশনের নির্ধারিত কমিটি সরেজমিনে আবেদনকারীর স্থাপনা পরিদর্শন করে আইনের বাধ্যবাধকতা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ দেখে কমিশনে একটি প্রতিবেদন জমা প্রদান করে। সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র সমূহ মূল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশন বরাবর জমা প্রদান করে। উক্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে কমিশন হতে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। সরকারের পূর্বানুমোদন পাওয়ার পর কমিশন হতে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

নিম্নে কমিশন হতে উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহ চার্টের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলোঃ

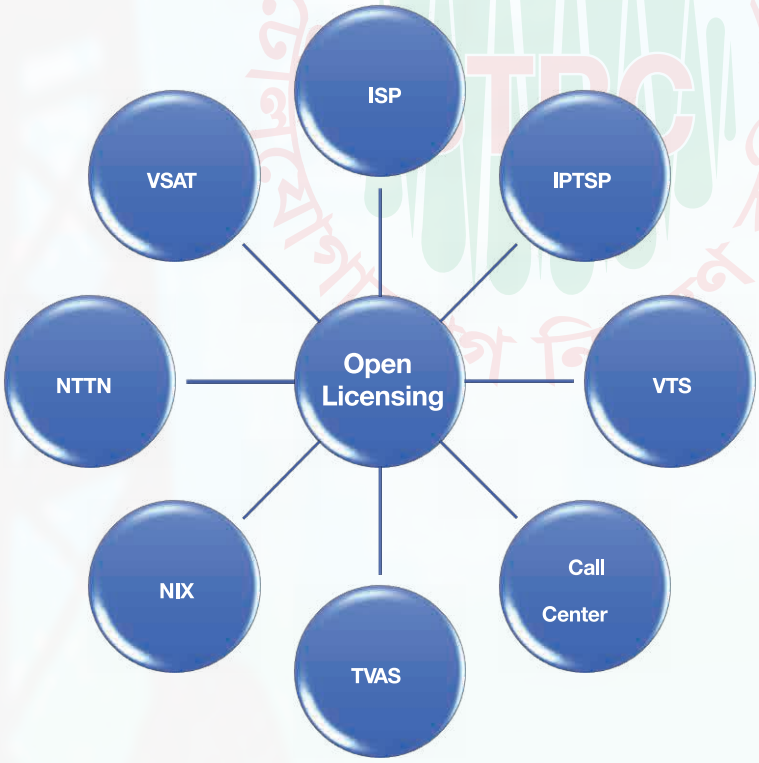

চিত্রঃ ৫.২

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ(উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতির জন্য) ঃ

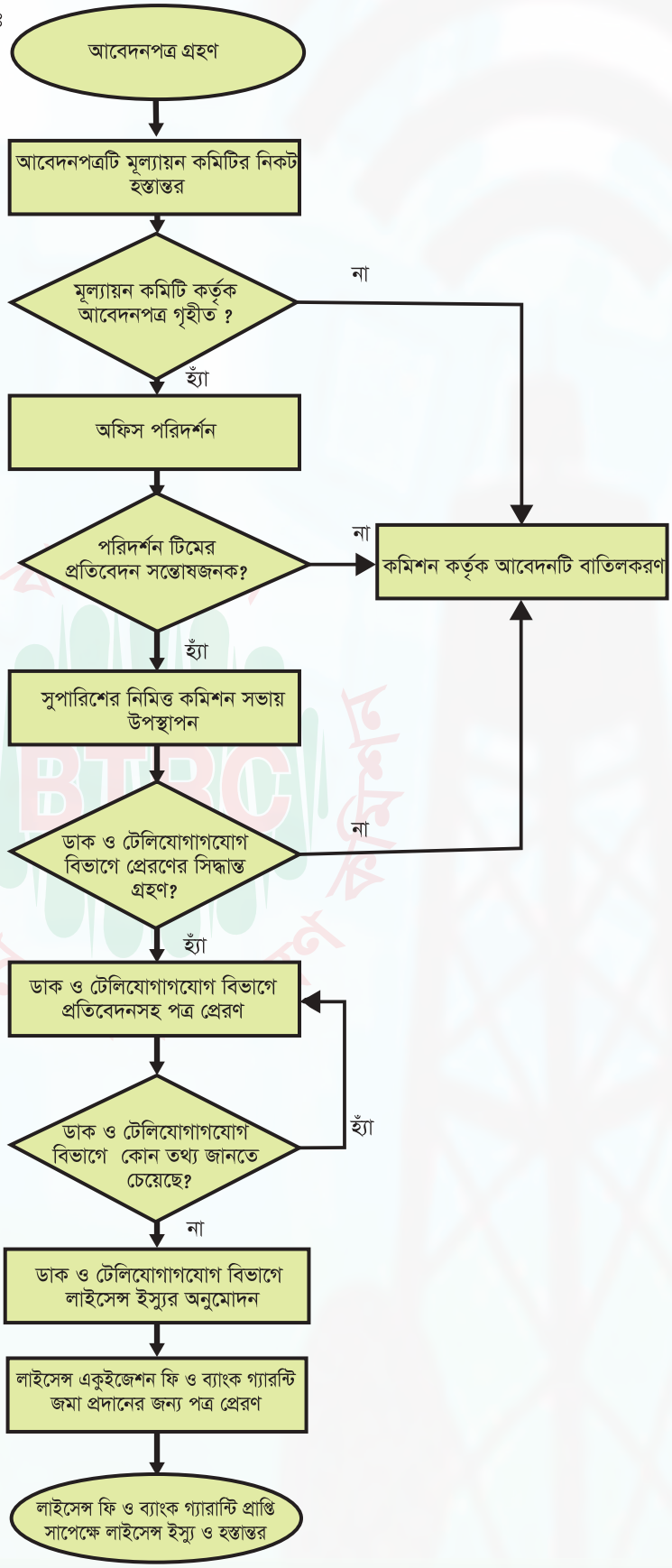

চিত্র:৫.৩ উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতি ।

২। বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতিঃ

যে সকল লাইসেন্স সীমিত/নির্ধারিত সংখ্যক ইস্যু করা প্রয়োজন সে সকল লাইসেন্স বিডিং পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়। সাধারণত লাইসেন্সিং গাইডলাইন প্রণয়ন পূর্বক লাইসেন্স প্রদান করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক ধরনের লাইসেন্স ইস্যুকরণের পূর্বে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যথাযথ বাছাই ও পরীক্ষা করণের জন্য কমিশন হতে মূল্যায়ণ কমিটি গঠন করা হয়। সকল লাইসেন্সের আবেদন সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ণ কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যোগ্য আবেদনকারীদের বিষয়ে তাদের সুপারিশ কমিশন বরাবর পেশ করে। এই শাখা হতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক উক্ত মতামত/সুপারিশ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দেশের সীমিত এবং দূর্লভ সম্পদ হিসেবে স্পেকট্রাম সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান লাইসেন্সসমূহ বিডিং অথবা অকশনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের যথাযথ অনুমোদন নিয়ে কমিশন অনুমোদিত গাইডলাইনে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অকশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

নিম্নে কমিশন হতে বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহ চার্টের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলোঃ

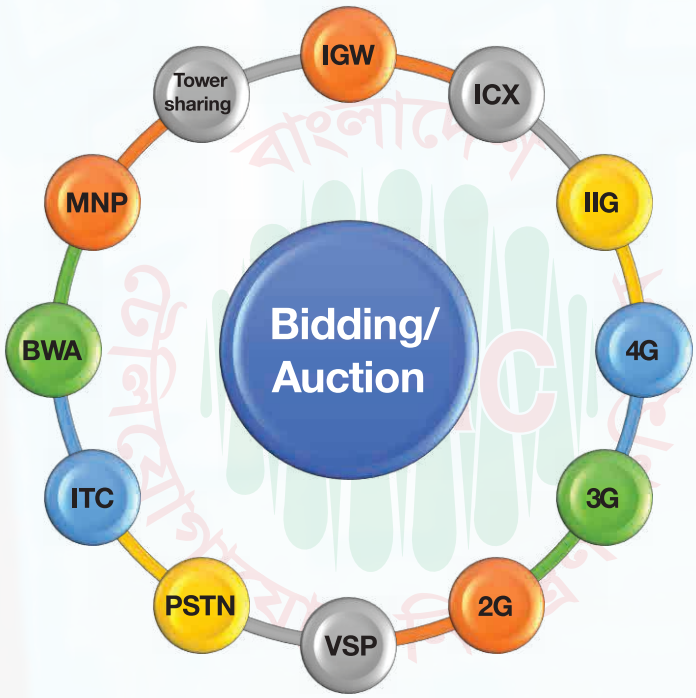

চিত্রঃ ৫.৪ বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতি।

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতির জন্য) ঃ

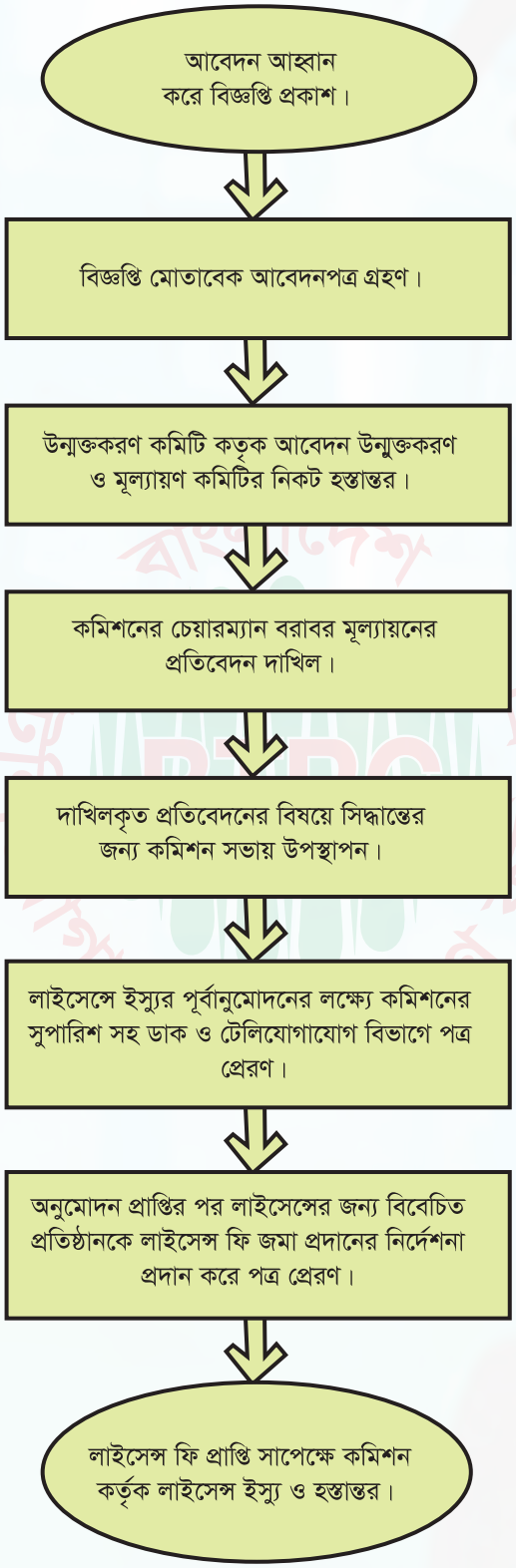

চিত্র: ৫.৫ ক্লোজড লাইসেন্সিং পদ্ধতি

টেবিল ঃ ৫.৭ কমিশনের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে জারী করা নিম্নলিখিত গাইডলাইনসমূহ

Category	Name of the Guidelines	Issue No.
PSTN	Regulatory and Licensing Guidelines for PSTN Operator License, 2004	
2G Cellular Mobile	Regulatory and Licensing Guidelines for GSM Cellular Mobile Telecommunication Services	BTRC/LL/New Cellular Mobile(218)/2005-1729 Dated: 05-10-2005
Central Zone PSTN	Regulatory and Licensing Guidelines for PSTN Services in Central Zone	BTRC/LL/Central Zone/PSTN(227)/2006-1916 Dated: 23-03-2006
IGW	Regulatory and Licensing Guidelines for International Gateway (IGW) Services	BTRC/LL/IGW(247)/2007-3447, Dated: 08-10-2007
ICX	Regulatory and Licensing Guidelines for Interconnection Exchange (ICX) Services	BTRC/LL/ICX(248)/2007-3448, Dated: 08-10-2007
IIG	Regulatory and Licensing Guidelines for International Internet Gateway (IIG) Services	BTRC/LL/IIG(249)/2007-3452, Dated: 16-10-2007
PSTN Conversion	Zonal PSTN License থেকে National License G Conversion করার পদ্ধতি ও সম্ভাব্য শর্তাবলী	BTRC/LL/PSTN Conversion (235)/2006-2996, Dated: 04-07-2007
Infrastructure Sharing	Amended Guidelines for Infrastructure Sharing	BTRC/LL/INF-Sharing (304)/2008-447, Dated: 07-07-2011
BWA	Regulatory and Licensing Guidelines for Broadband Wireless Access Services in Bangladesh	BTRC/LL/BWA(275)/2008-1033, Dated: 06-08-2008
NTTN	Regulatory and Licensing Guidelines for National Telecommunication Transmission Network	BTRC/LL/NTTN(307)/2008-1346, Dated: 30-11-2008
IPTSP	Regulatory and Licensing Guidelines for Internet Protocol Telephony Service Provider License	BTRC/LL/IP Telephony(276)/2008-260, Dated: 15-04-2009
VTS	Regulatory and Licensing Guidelines (Amended) for Vehicle Tracking Service	BTRC/LL/Vehicle Tracking(311)/2008-277, Dated: 26-04-2009
Call Center	Amended Guidelines on Call Center Licensing	BTRC/LL/Call Center/Licensing Procedure (268)/2008-503(1), Dated: 14-07-2009
ITC	Regulatory and Licensing Guidelines for International Terrestrial Cable (ITC) Systems and Services in Bangladesh	BTRC/LL/ITC(369)/2008-178, Dated: 31-03-2011
SC	Regulatory and Licensing Guidelines for Submarine Cable Systems and Services	BTRC/LL/SC(270)/2008-177, Dated: 31-03-2011
NIX	Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License to National Internet Exchange	BTRC/LL/NIX(387)/2011-845, Dated: 27-06-2012
IGW	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining International Gateway (IGW) Services in Bangladesh	BTRC/LL/IGW(383)/2011-699, Dated: 20-10-2011
ICX	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Interconnection Exchange (ICX) Services Establishing, Operating and Maintaining Services in Bangladesh	BTRC/LL/ICX(384)/2011-700, Dated: 20-10-2011
IIG	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Establishing Operating and Maintaining International Internet Gateway (IIG) Services in Bangladesh	BTRC/LL/IIG(385)/2011-701, Dated: 20-10-2011
2G Cellular Mobile (Renewal)	Regulatory and Licensing Guidelines for Renewal of Cellular Mobile Phone Operator License for Establishing, Operating and Maintaining Cellular Mobile Phone Systems and Services in Bangladesh	BTRC/LL/Mobile/License Renewal(342) /2009-563,Dated: 11-09-2011
VSP	Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License to VoIP Service Provider (VSP) in Bangladesh	BTRC/LL/VSP(392)/2012-889, Dated: 22-07-2012
3G	Regulatory and Licensing Guidelines for Invitation of Proposals/Offers for Issuing License for Establishing, Operating and Maintaining 3G Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh	BTRC/LL/3G Guideline(394)/Part-1/2012-148, Dated:14-02-2013

Category	Name of the Guidelines	Issue No.
MNP	Regulatory and Licensing Guidelines for Mobile Number Portability Services in Bangladesh.	14.32.0000.007.81.013.15.876, Dated:15-06-2016
Tower Sharing	Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License for Tower Sharing in Bangladesh	14.32.0000.007.81.014.15.480 Dated: 01-04-2018
4G	Regulatory and Licensing Guidelines for 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services in Bangladesh	14.32.0000.007.51.081.17.1592 Date: 04-12-2017
2100, 1800 and 900 MHz Bands Spectrum Auction	Guidelines for Invitation To Proposal/Offers for Assignment of Spectrum From 2100, 1800 and 900 MHz Bands To Cellular Mobile Phone Service Operators and Issuing Radio Communications Apparatus License In Bangladesh	14.32.0000.007.51.061.15.1593, Date: 04-12-2017
TVAS	Regulatory Guidelines For Issuance of Registration Certificate For ProvidingTelecommunication Value Added Services (TVAS) In Bangladesh	14.32.0000.702.51.001.18.921, Date: 31-05-2018

কমিশন হতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

১. **International Gateway (IGW) Licenses ঃ** আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী ও বর্হিগামী বৈধ পথে কল পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমিশন হতে বর্তমানে ইস্যুকৃত IGW লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ২৪ (চব্বিশ) টি।

২. **Interconnection Exchange (ICX) Licenses ঃ** আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ কল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত ICX লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ২৬ (ছাব্বিশ) টি।

৩. **International Internet Gateway (IIG) Licenses ঃ** ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য এবং গ্রাহকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করার জন্য এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত IIG লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ৩৪(চৌত্রিশ) টি।

৪. **Broadband Wireless Access (BWA) Licenses ঃ** সেলুলার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভয়েস সার্ভিস প্রদানের পাশাপাশি উচ্চতর গতিসম্পন্ন ডাটা সার্ভিস প্রদান এবং গ্রাম বাংলাকে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত করার জন্য এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত BWA লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ৪(চার) টি।

৫. **International Terrestrial Cable (ITC) Licenses ঃ** দেশের স্থলপথে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের সাথে এবং মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সুপার হাইওয়ে অর্থাৎ সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযোগ স্থাপন করা। উহার মাধ্যমে ডাটা এবং ভয়েস সার্ভিসেস এর প্রয়োজনাতিরিক্ত সংযোগ স্থাপন করে বিরতিহীনভাবে টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করা যায়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত ITC লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ৭ (সাত) টি।

৬. **Public Switched Telephone Network (PSTN) Licenses ঃ** সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসের পাশাপাশি ফিক্সড ফোন সেবা মানুষের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য এই লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় তারের মাধ্যমে এবং ডব্লিউ এলএল পদ্ধতি ব্যবহার করে জনগণকে তারবিহীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা হয়। ইতোপূর্বে কমিশন হতে কয়েকটি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং কয়েকটি অপারেটর তাদের লাইসেন্স সমর্পণ করেছে। তাছাড়া অবৈধ কল টার্মিশনের কারণে ২০১০ সালে মোট ৫টি পিএসটিএন অপারেটর এর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩ টি পিএসটিএন অপারেটর যথাঃ র‍্যাঙ্কস টেলিকম লিঃ, ন্যাশনাল টেলিকম লিঃ এবং ওয়ার্ল্ড টেল বাংলাদেশ লিঃ এর লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বাকি ২টি অপারেটর যথাঃ ঢাকা টেলিফোন কোম্পানী লিঃ এবং পিপলস্ টেলিকমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিঃ কর্তৃক সরকার প্রদত্ত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হবার কারণে উক্ত কোম্পানীসমূহের লাইসেন্স বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করার সুযোগ স্থগিত করা হয়েছে। বর্তমানে PSTN লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ১১(এগারো) টি ।

৭. **National Telecommunication Transmission Network (NTTN) Licenses ঃ** সারাদেশে একটি সাধারণ ও একক টেলিযোগাযোগ সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য NTTN লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত NTTN লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ৬ (ছয়) টি।

৮. **Vehicle Tracking Service (VTS) Licenses ঃ** এ পদ্ধতি ব্যবহার করে সারাদেশের সকল প্রকার যানবাহনের অবস্তান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানা সম্ভব। এক্ষেত্রে জিপিএস সিস্টেম এবং সেলুলার মোবাইল ফোন সিস্টেম এর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত Vehicle Tracking লাইসেন্স এর মধ্যে বর্তমানে কার্যকর লাইসেন্সের সংখ্যা মোট ৪৩ (তেতাল্লিশ) টি এবং VTS Service Approval এর সংখ্যা ৩টি।

৯. **Internet Protocol Telephony Service Provider (IPTSP) Licenses ঃ** ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি যা সহজভাবে IP Telephony নামে পরিচিত বর্তমান সময়ে সাশ্রয়ী উপায় যার মাধ্যমে ভয়েস কলকে ডাটা প্যাকেট আকারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সঞ্চারিত করা যায়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত IPTSP লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ৩৮ (আটত্রিশ) টি।

১০. **Internet Service Provider (ISP) License ঃ** ISP অপারেটররা প্রান্তিক গ্রাহক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ডায়াল আপ, ক্যাবল, ওয়্যারলেস ও ডিএসএল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন, ডাটা কানেক্টিভিটি এবং অন্যান্য সেবা যেমন ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব হোস্টিং, ম্যানেজড নেটওয়ার্ক সল্যুশন, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সল্যুশন, ডিএনএস পার্কিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-মেইল হোস্টিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করে আসছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত ISP লাইসেন্স এর সংখ্যা মোট ১,৯৯২ (এক হাজার নয়শত বিরানব্বই) টি।

১১. **Call Center Registration Certificate ঃ** কলসেন্টার এর মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ পদ্ধতি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান, ব্যবসা পরিচালনা, বিপনন ইত্যাদি সেবা গ্রহণ ও প্রদান করা যায়। কলসেন্টার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এক নতুন দিগন্তের সুচনায় বাংলাদেশে কলসেন্টারের যাত্রা শুরুহয় ২০০৮ সালে। সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে কল সেন্টার সেবা'কে টেলিকম সেবার আওতা মুক্ত রেখে শুধু রেজিস্ট্রেশন করে উক্ত সেবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর কল সেন্টার সেবা দেয়ার জন্য ২৯৫ (দুইশত পঁচানব্বই) টি প্রতিষ্ঠান-কে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, উক্ত সিদ্ধান্তের ফলে দেশে সকল প্রকারের কল সেন্টারের বিকাশ ঘটবে এবং বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি উহা দেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখবে।

১২. **National Internet Exchange (NIX)ঃ** ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের নিরপেক্ষ মিলনস্থল। NIX প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো ঘরোয়া (Domestic) ইন্টারনেট ট্রাফিক সমূহের গমনাগমন পথ নিশ্চিত করা। NIX স্তানীয় কনটেন্ট এর উন্নয়ন, ওয়েব হোষ্টিং এবং অভ্যন্তরীণ ট্রাফিক এর গমনাগমন সহজতর করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথড এবং বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় নিশ্চিত করে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত NIX লাইসেন্স এর সংখ্যা ০৮ (আট) টি।

১৩. **Telecommunication Value Added Services (TVAS) ঃ** বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ মূল্য সংযোজন সেবা (TVAS) প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদ জারীর জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, ধারা-৩১ এর মাধ্যমে "Regulatory Guidelines for Issuance of Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) in Bangladesh" গাইডলাইনটি গত ২৫-০৩-২০১৮ তারিখে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে ইস্যু করা হয়। মোবাইল ফোন প্রযুক্তি উদীয়মান অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। টেলিকম শিল্পে, টেলিকম মূল্য সংযোজন সেবা (TVAS) কে ভয়েস, এসএমএস ও ডাটা বুঝানো হয়েছে। এসএমএস, ইউএসডি, আইডিআর ও স্মার্ট ফোন এপিপিএস এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত রিং ব্যাক টোনস যে কোন সেবা যা উত্তরের অপেক্ষায় থাকার সময় শুনার জন্য তাদের কলারদের গান চালাতে ব্যবহারকারীদেরকে সক্ষম করে), গান, সংবাদ এবং স্পোর্টস বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, টেলিযোগাযোগ প্রবৃদ্ধির প্রথমার্ধের পরে নন ভয়েস সার্ভিসেস উক্ত সেক্টরের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান চালক হয়ে পড়েছে। অসংখ্য এপ্লিকেশন সেবা

যেমন-গেমিং, ভিডিও ও অডিও প্রবাহ, স্টক কোর্টস, সংবাদ, ক্রিকেট আপডেট, টেলি-ভোটিং-চ্যাটিং ইত্যাদি জনপ্রিয় হচ্ছে; প্রত্যেক সেবার বিষয়বস্তু, মূল্য ও চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং ভোক্তাদের জন্য যা বিভিন্ন বিভাগে উপযোগী করা হয়। হাই ব্যান্ডউইথ মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট সার্ভিস, মোবাইল টিভি, অনলাইন গ্যামিং এবং উপযোগিতা কৌশল পদ্ধতি যেমন-ই-গভর্ন্যান্স, ই-কমার্স, ই-এ্যাডুকেশন, ই-হেলথ এখন জনপ্রিয় এপ্লিকেশন। স্বচ্ছতা, ন্যায় ও বৈষম্যহীনতা এবং অন্যান্য সকল প্রাসঙ্গিক নীতিমালার যথাযথ বিবেচনায়, সাধারণ জনগণের কাছে নিরাপদ, উপযোগমূলক, দক্ষ সার্বজনীন এবং সাধ্যযোগ্য টেলিযোগাযোগ TVAS সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে গাইডলাইনটি প্রস্তুত করা হয়। এর ফলে বিচিত্র এবং উদ্ভাবনী মূলক টেলিযোগাযোগ ব্যবসার জন্য স্তানীয় টেলিযোগাযোগ/আইসিটি শিল্প উদ্যোগের প্রণোদনা ও চালিকাশক্তি হিসাবে ইহা অবদান রাখবে। একইসাথে সফটওয়্যার/এপ্লিকেশন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রচার ও প্রচারনা সাধিত হবে এবং টেলিযোগাযোগ ভিত্তিক আইটি সমর্থিত সেবার রপ্তানী বৃদ্ধিসহ দেশেও এসব সেবার জন্য বাজার সৃষ্টি হবে। নতুন রাজস্ব ধারা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "Regulatory Guidelines for Issuance of Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) in Bangladesh" গাইডলাইন অনুযায়ী কমিশন হতে ইতোমধ্যে ১৮৩ (একশত তেরাশি) টি প্রতিষ্ঠানকে Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) প্রদান করা হয়েছে।

১৪. **VoIP Service Provider (VSP) ঃ** ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল অর্থ কোন ইন্টারনেট বা ইন্টারনেট প্রটোকল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কথোপকথন চালনার পদ্ধতি। এতে ভয়েস-ডাটা প্রচলিত Dedicated Circuit Switched Voice Transmission লাইনের পরিবর্তে প্যাকেট সুইচড নেটওয়ার্ক এর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত VSP লাইসেন্স এর সংখ্যা ৭৫৬ (সাতশত ছাপ্পান্ন) টি। লাইসেন্স ইস্যুর পর কমিশন হতে VSP অপারেটর সমূহকে বিভিন্ন IGW অপারেটরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও VSP অপারেটর সমূহের সু-শৃঙ্খল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন হতে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে একই সাথে মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্স নবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫. **Tower Sharing License ঃ** প্রযুক্তিগত উপায় সহজলভ্য, অনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে উঠা টেলিযোগাযোগ ব্যবসা রোধকল্পে এবং টেলিযোগাযোগ খাতের বিকাশ ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, ধারা-৩১ এর মাধ্যমে "Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License for Tower Sharing in Bangladesh" গাইডলাইনটি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে গত ০১-০৪-২০১৮ তারিখে ইস্যু করা হয়। টাওয়ার স্থাপনা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, টাওয়ার সংক্রান্ত রিসোর্সের যথাযথ ব্যবহার হ্রাস ছাড়াও বিভিন্ন অপারেটরের পৃথক পৃথক স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার হতে স্থানীয় মানুষের উপর রেডিয়েশনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবাদী জমির উপর টাওয়ার স্থাপন করা হচ্ছে যাতে আবাদী জমির পরিমান কমে যাচ্ছে, বিদ্যুৎ সংযোগের চাহিদার উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ইত্যাদি। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, নতুন রাজস্ব ধারা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License for Tower Sharing in Bangladesh" গাইডলাইন অনুযায়ী কমিশন হতে ০৪ (চার) টি প্রতিষ্ঠানকে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রদত্ত লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যঃ

কমিশন ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ইস্যু করেছে, যথাঃ NTTN, ন্যাশনাল ইনটারনেট এক্সচেঞ্জ, ভেহিকেল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, কলসেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, TVAS ইত্যাদি। গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কমিশন হতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ৪১১ (চারশত এগার)টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

টেবিল ঃ ৫.৮ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রদত্ত লাইসেন্স

SI	Category of License	FY 2019-2020
1.	Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Service Provider Licenses	01
2.	National Internet Exchange (NIX)	01
3.	Vehicle Tracking Services [Service License: 02, Service Approval: 01]	03
4.	Internet Service Provider – Nationwide	02
5.	Internet Service Provider – Central Zone	05
6.	Internet Service Provider – Zonal [South-East:10, South-West:12, North-East:11, North-West: 07]	40
7.	Internet Service Provider – Category A	130
8.	Internet Service Provider – Category B	38
9.	Internet Service Provider – Category C	127
10.	Call Center Registration Certificate	15
11.	Telecommunication Value Added Services (TVAS) Certificate	49
	Total Number of Present Licenses	**411**

বর্তমানে কার্যকর বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সের বিবরণঃ

৩০ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স এর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

টেবিল ঃ ৫.৮ ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স

SI	Category of License	Licensee
1.	International Gateway (IGW) Services	24
2.	Interconnection Exchange (ICX) Services	26
3.	International Internet Gateway (IIG) Services	34
4.	Mobile Number Portability (MNP)	1
5.	Broadband Wireless Access (BWA)	4
6.	Cellular Mobile Telecom Operator	5
7.	3G Cellular Mobile Phone Services Operator	4
8.	4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator	4
9.	International Terrestrial Cable (ITC) Services	7
10.	Tower Sharing License	4
11.	Public Switched Telephone Network (PSTN) Operator [National: 04, Zonal: 06, Rural: 01]	11
12.	VoIP Service Provider	756
13.	Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Service Provider	6
14.	National Internet Exchange (NIX)	8
15.	Vehicle Tracking Services [Service License: 43, Service Approval: 03]	46

Sl	Category of License	Licensee
16.	Internet Protocol Telephony Service Provider – Nationwide	34
17.	Internet Protocol Telephony Service Provider – Central Zone	2
18.	Internet Protocol Telephony Service Provider – Zonal [South-East: 01, South-West: 00, North-East: 01, North-West: 00]	2
19.	Internet Service Provider – Nationwide	121
20.	Internet Service Provider – Central Zone	84
21.	Internet Service Provider – Zonal [South-East:62 South-West:70, North-East: 63, North-West: 58]	253
22.	Internet Service Provider – Category A	812
23.	Internet Service Provider – Category B	128
24.	Internet Service Provider – Category C	594
25.	VSAT User	12
26.	VSAT Provider	2
27.	VSAT Provider with HUB	3
28.	Telecommunication Value Added Services (TVAS) Registration Certificate	183
29 .	Call Center Registration Certificate	295
	Total Number of Present Licenses	**3,465**

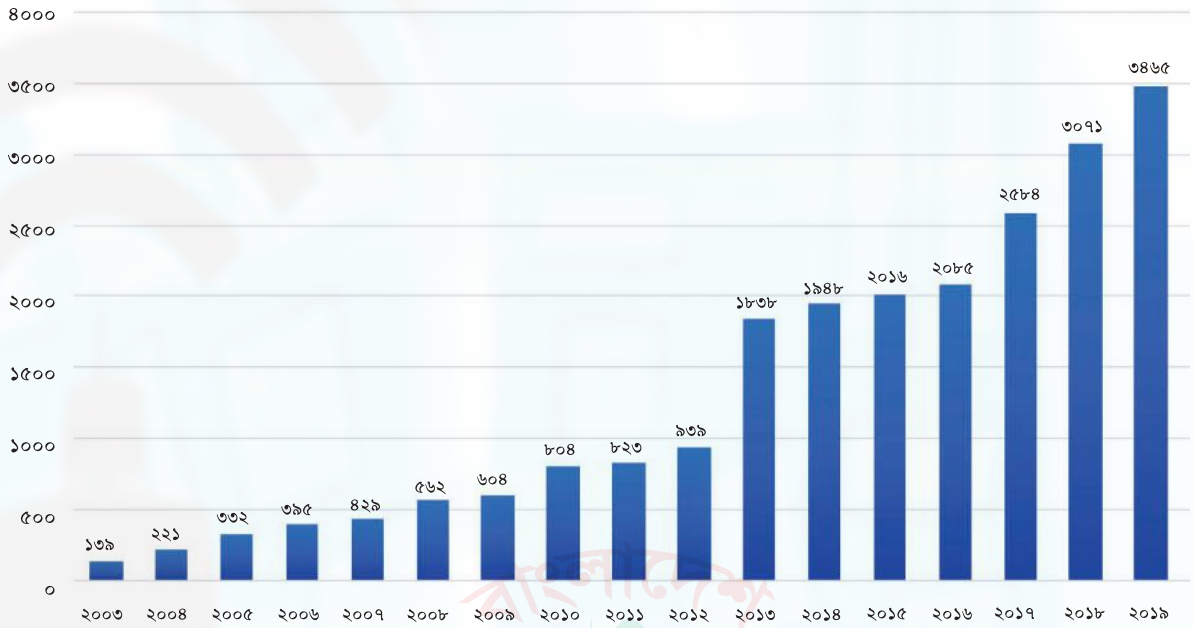

চিত্রঃ ৫.৭ ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা

লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তর এবং মালিকানা একীভূতকরণঃ

কোন অপারেটর কমিশনের কাছে অন্য কোন অপারেটর/কোম্পানী/স্বত্ত্বা এর বরাবরে শেয়ার হস্তান্তর বা উক্ত অপারেটর/কোম্পানী/স্বত্ত্বা এর সাথে একীভূত হওয়ার জন্য আবেদন করলে এই বিভাগ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৭(২) (ঝ) অনুযায়ী উক্ত আবেদন পরীক্ষা করে। আবেদনকারী আইনের শর্ত পূরণ করলে সেগুলো সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য প্রতিবেদন আকারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্সিং শাখা এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে।

লাইসেন্স বাতিলকরণ ও স্থগিতকরণ এবং বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারীকরণঃ

কোন লাইসেন্সধারী/অপারেটর যদি লাইসেন্সের কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়/শর্ত লঙ্ঘন করে বা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ বা তদাধীন প্রণীত কোন প্রবিধানের বিধান ভঙ্গ করে, সে ক্ষেত্রে এই বিভাগ উক্ত আইনের ধারা ৪৬ অনুযায়ী উক্ত লাইসেন্স বাতিল/স্থগিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে লাইসেন্সধারীকে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক কেন তার লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করা হবে না, এই মর্মে ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় প্রদান করে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। যদি উক্ত লাইসেন্সধারী নোটিশের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হয় বা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত না হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৪৬(৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কমিশন উক্ত বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এছাড়া যদি কোন লাইসেন্সধারী/পরিচালনকারী এ আইনের অথবা প্রবিধানের কোন বিধান বা লাইসেন্স বা পারমিটের আওতায় পরিচালিত ব্যবস্থা বা সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন শর্ত লংঘন করে বা ভুল তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে লাইসেন্স বা পারমিট বা কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ হাসিল করে, তবে 'কেন একটি বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ ইস্যু করা হবে না বা উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট বা সনদ বাতিল করা হবে না' মর্মে এই বিভাগ কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করে। যদি উক্ত লাইসেন্সধারী উক্ত নোটিশের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হয় বা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত না হয়,

সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৬৩(৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি কমিশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া এই বিভাগ আরোপকৃত প্রশাসনিক জরিমানা/লাইসেন্স স্থগিতকরণ/লাইসেন্স বাতিলকরণ অথবা অনুমতিপত্র বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লাইসেন্সধারী/অপারেটরদেরকে অবহিত করে।

লাইসেন্স নবায়নঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী সাধারণতঃ ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী এবং কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি/প্রশাসনিক আদেশে ধার্যকৃত পদ্ধতিতে ফিস প্রদান সাপেক্ষে ইতোপূর্বে প্রদত্ত সেবার বিষয় বিবেচনাপূর্বক মতামত/সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কমিশন হতে মোট ০৬ টি বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের ধরণ	নবায়নকৃত লাইসেন্সধারীর মোট সংখ্যা
১.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার-সেন্ট্রাল জোন	০১
২.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার-জোনাল	০১
৩.	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	০৩
৪.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরী-এ	০১
	সর্বমোট	**০৬**

টেবিল ঃ ৫.৯ ৩০ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কমিশন হতে নবায়নকৃত লাইসেন্সসমূহ

লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কমিশন যে কোন লাইসেন্সের যে কোন শর্ত সংশোধন করতে পারে। কমিশন স্বীয় উদ্যোগে কোন লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের নির্দেশ দিলে এই বিভাগ লাইসেন্সধারীকে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণ উল্লেখপূর্বক তৎসম্পর্কে তার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিয়ে একটি নোটিশ প্রেরণ করে। যদি কোন বক্তব্য উপস্থাপিত হয়, এই বিভাগ হতে উক্ত পরিবর্তন/সংশোধন বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কমিশন এই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার স্ব-উদ্যোগে লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অপারেটরগণ যুক্তি সংগত কারণে তাদের লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের জন্য কমিশন/সরকারের নিকট আবেদন করতে পারে।

লাইসেন্সিং শাখা উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

ক. **2G সেবা প্রদানের লাইসেন্স নবায়ন ঃ** কমিশন গঠনের পর গ্রামীনফোন লিমিটেড, ওরাসকম বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড এবং প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড এর সেল্যুলার মোবাইল ফোন অপারেটর লাইসেন্স Revalidate করা হয়। পরবর্তীতে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং এয়ারটেল বাংলাদেশ এর অনুকূলে কমিশন হতে নতুন মোবাইল অপারেটর লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। গ্রামীনফোন লিমিটেড, ওরাসকম বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড এবং প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড এর সেল্যুলার মোবাইল ফোন অপারেটর লাইসেন্স এর মেয়াদ গত ০৯-১১-২০১১ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ায় কমিশন হতে বর্ণিত অপারেটর সমূহের লাইসেন্স নবায়ন করে দেয়া হয়েছে।

খ. **3G সেবা প্রদানের লাইসেন্স প্রদান ঃ** কমিশন হতে গত ১৯-০৯-২০১৩ তারিখে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে Grameenphone Ltd, Banglalink Digital Communications Ltd, Robi Axiata Ltd এবং Airtel Bangladesh Ltd এর অনুকূলে 3G লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। উক্ত লাইসেন্সের বিধান অনুযায়ী 3G লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্সপ্রাপ্তির ০৯ (নয়) মাসের মধ্যে সকল Divisional Headquarters, ১৮ (আঠার) মাসের

মধ্যে ৩০% District Headquarters এবং ৩৬ (ছত্রিশ) মাসের মধ্যে সকল District Headquarters এ তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তার করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। 3G লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী দেশের ০৭ টি Divisional Headquarter সহ সকল District Headquarters এ অর্থাৎ সকল Phase এর Rollout নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করায় Grameenphone Ltd, Banglalink Digital Communications Ltd, Robi Axiata Ltd I Airtel Bangladesh Ltd. কর্তৃক জমাকৃত ১৫০ কোটি টাকার PBG কমিশন হতে অবমুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সকল উপজেলায় 3G সেবা পৌছে গেছে এবং সাধারণ জনগণ উক্ত সেবার সুফল ভোগ করছে।

গ. **VoIP Service Provider (VSP) লাইসেন্স ঃ** ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল অর্থ কোন ইন্টারনেট বা ইন্টারনেট প্রটোকল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কথোপকথন চালনার পদ্ধতি। এতে ভয়েস-ডাটা প্রচলিত Dedicated Circuit Switched Voice Transmission লাইনের পরিবর্তে প্যাকেট সুইচড নেটওয়ার্ক এর মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়। কমিশন হতে ইস্যুকৃত VSP লাইসেন্স এর সংখ্যা ৮৮০ (আটশত আশি) টি। লাইসেন্স ইস্যুর পর কমিশন হতে VSP অপারেটর সমূহকে বিভিন্ন IGW অপারেটরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও VSP অপারেটর সমূহের সু-শৃঙ্খল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন হতে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশন হতে ইতোপূর্বে ইস্যুকৃত ভিওআইপি সার্ভিস প্রোভাইডার (ভিএসপি) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় তা নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ. **Mobile Number Portability Services (MNPS) ঃ** মোবাইল নম্বর অপরিবর্তীত রেখে অন্য যেকোন মোবাইল অপারেটরের সেবা গ্রহণ করাই হলো Mobile Number Portability Services (MNPS)। সরকারের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে কমিশন হতে গত ২৪-০৭-২০১৭ তারিখে MNPS গাইডলাইন জারী করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৬(ছয়)টি প্রতিষ্ঠান MNPS লাইসেন্স এর গাইডলাইন ক্রয় করে এবং ৫ (পাঁচ) টি প্রতিষ্ঠান MNPS লাইসেন্সের জন্য কমিশন বরাবর আবেদন করে। মূল্যায়ন কমিটির আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি সুষ্ঠুভাবে মূল্যয়ন করে গত ০৭-০৯-২০১৭ তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করে। আবেদন মূল্যায়ন এর জন্য গঠিত কমিটি প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে যোগ্যতার ক্রমানুযায়ী সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান Infozillion BD-Teletech Consortium এর অনুকূলে MNPS লাইসেন্স প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছে। পরবর্তীতে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ৩০-১১-২০১৭ তারিখে Infozillion Teletech BD Limited এর অনুকূলে একটি Mobile Number Portability Services (MNPS) লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি গত ০১-১০-২০১৮ তারিখ হতে তাদের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে।

ঙ. **4G/LTE সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিস অপারেটর লাইসেন্স ঃ** মোবাইল টেলিকমিউনিকেশনের সর্বাধুনিক সংস্করন ফোর-জি (4G-Fourth Generation)। এটি সম্পূর্নরূপে ইন্টারনেট প্রটোকলভিত্তিক একটি টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম যা গ্রাহককে Ultra-broadband mobile internet access প্রদান করে থাকে। ফোর-জি প্রযুক্তি হচ্ছে থ্রিজি মোবাইলের আধুনিকতর সংস্করন। এই প্রযুক্তি এখনও গ্রাহক পর্যায়ে সহজলভ্য হয়ে উঠেনি। ফোরজি মোবাইলের পুরোপুরি বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বিপনন শুরু হলে তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কমিশন হতে গত ০৪-১২-২০১৭ তারিখে Regulatory and Licensing Guidelines For 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services In Bangladesh ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator লাইসেন্স এর জন্য প্রাপ্ত ৫ (পাঁচ) টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে Teletalk Bangladesh Limited, Pacific Bangladesh Telecom Limited, Banglalink Digital Communications Limited, Grameenphone Limited এবং Robi Axiata Limited আবেদন করে। আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদন মূল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটি আবেদনপত্রসমূহ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এবং Regulatory and Licensing Guidelines For 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services In Bangladesh এর বিধান অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয় এবং কমিশনের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন সরকারের অনুমোদনের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে কমিশন হতে গত ১৯-০২-২০১৮ তারিখে Teletalk Bangladesh Limited, Banglalink Digital Communications Limited, Grameenphone Limited এবং Robi Axiata Limited এর অনুকূলে 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

১৬. টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স গাইডলাইন প্রণয়ন ঃ কমিশন হতে প্রথমে ২০০৮ সালে মূল ও পরে গত ৭ জুলাই ২০১১ তারিখে মোবাইল অপারেটরদের জন্য সংশোধিত "Amended Guidelines for Infrastructure Sharing"-প্রকাশ করা হয়। উক্ত গাইডলাইন অনুযায়ী মোবাইল অপারেটরসমূহ নিজেদের অবকাঠামো পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে শেয়ার করে আসছিলো। অপারেটরসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা গেছে বর্তমানে মোট টাওয়ার এর সংখ্যা প্রায় ২৬,৪০০ এবং এর মধ্যে Tower Sharing এর পরিমান মাত্র ১৫%-১৬%, যা অত্যন্ত কম বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় "Amended Guidelines for Infrastructure Sharing"-এ সকল ANS অপারেটরদের টাওয়ার শেয়ারিং বিষয়টিতে অনুমতি প্রদান করা হলেও কোন নির্দিষ্ট সংস্থার উপর Tower Sharing বিষয়টিতে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। টাওয়ার স্থাপনা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, টাওয়ার সংক্রান্ত রিসোর্সের যথাযথ ব্যবহার হ্রাস ছাড়াও বিভিন্ন অপারেটরের পৃথক পৃথক স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার হতে স্থানীয় মানুষের উপর রেডিয়েশনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবাদী জমির উপর টাওয়ার স্থাপন করা হচ্ছে যাতে আবাদী জমির পরিমান কমে যাচ্ছে, বিদ্যুৎ সংযোগের চাহিদার উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে ইত্যাদি। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, ধারা-৩১ এর মাধ্যমে "Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License for Tower Sharing in Bangladesh" গাইডলাইনটি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে ইস্যু করা হয়েছে। কমিশন হতে ০৪ (চার) টি প্রতিষ্ঠানকে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে উপরিল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশন হতে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদানে নিম্নলিখিত সুফল বয়ে এনেছেঃ

- মোবাইল অপারেটরসমূহের CAPEX ও OPEX হ্রাস;
- টেলিকম স্থাপনাসমূহের Optimum Resource Utilization নিশ্চিতকরণ;
- সুলভ মূল্যে গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ;
- 3G/ 4G সেবার রোল আউট দ্রুততার সাথে সম্পন্ন;
- টাওয়ার কর্তৃক সৃষ্ট রেডিয়েশন হার কমানো;
- নতুন অপারেটরের বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ;
- নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- নতুন করে বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে;
- আবাদী জমিতে টাওয়ার স্থাপনের প্রবণতা কমেছে।

১৭. Telecommunication Value Added Services (TVAS) ঃ বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ মূল্য সংযোজন সেবা (TVAS) প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধন সনদ জারীর জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১, ধারা-৩১ এর মাধ্যমে "Regulatory Guidelines for Issuance of Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) in Bangladesh" গাইডলাইনটি গত ২৫-০৩-২০১৮ তারিখে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে ইস্যু করা হয়। অসংখ্য এপ্লিকেশন সেবা যেমন-গেমিং, ভিডিও ও অডিও প্রবাহ, স্টক কোর্টস, সংবাদ, ক্রিকেট আপডেট, টেলি-ভোটিং-চ্যাটিং ইত্যাদি জনপ্রিয় হচ্ছে; প্রত্যেক সেবার বিষয়বস্তু, মূল্য ও চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এবং ভোক্তাদের জন্য যা বিভিন্ন বিভাগে উপযোগী করা হয়। হাই ব্যান্ডউইথ মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট সার্ভিস, মোবাইল টিভি, অনলাইন গ্যামিং এবং উপযোগিতা কৌশল পদ্ধতি যেমন-ই-গর্ভরনেন্স, ই-কমার্স, ই-এ্যাডুকেশন, ই-হেলথ এখন জনপ্রিয় এপ্লিকেশন। স্বচ্ছতা, ন্যায় ও বৈষম্যহীনতা এবং অন্যান্য সকল প্রাসঙ্গিক নীতিমালার যথাযথ বিবেচনায়, সাধারণ জনগণের কাছে নিরাপদ, উপযোগী, দক্ষ সার্বজনীন এবং নাগালেরমধ্যে টেলিযোগাযোগ TVAS সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে গাইডলাইনটি প্রস্তুত করা হয়। এর ফলে বিচিত্র এবং উদ্ভাবনীমূলক টেলিযোগাযোগ ব্যবসার জন্য স্থানীয় টেলিযোগাযোগ/আইসিটি শিল্প উদ্যোগের প্রণোদনা ও চালিকাশক্তি হিসাবে ইহা অবদান রাখবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ
DIGITAL BANGLADESH

প্রযুক্তিগত উপায় সহজলভ্য, অনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়ে উঠা টেলিযোগাযোগ ব্যবসা রোধকল্পে এবং টেলিযোগাযোগ খাতের বিকাশ ও সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে International Long Distance Telecommunication Service (ILDTS) Policy, ২০০৭ অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের নীতিমালা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও সমস্যাদি সযত্নে বিশ্লেষণ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৩ অনুসরণ করে International Long Distance Telecommunication Service (ILDTS) Policy, ২০১০ অনুমোদন ও জারী করে।

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ILDTS Policy, ২০১০ এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান এবং টেলিযোগাযোগ খাতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন এ পর্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) টি ক্যাটাগরির ৩,৪৬৫ (তিন হাজার চারশত পয়ষট্টি) টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্বের বুকে আধুনিক বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সরকারের পলিসির সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্য অর্জনে দেশের টেলিযোগাযোগ খাত-এ বিনিয়োগযোগ্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় যে, বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা গেলে আগামী ২০২১ সালের পূর্বেই দেশ একটি পরিপূর্ণ ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর মাধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

কমিশনের শুরুতে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখা বলে আলাদা কোন শাখা ছিল না, প্রশাসন বিভাগের সাথে প্রশাসন ও হিসাব বিভাগ নামে কার্যক্রম পরিচালনা করত। ২০০৮ সালে কাজের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে কমিশন অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে একটি পূর্ণাঙ্গ শাখাতে রূপান্তর করে। পরবর্তীতে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখার কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে কমিশন গত ১০/০২/২০১৯ইং তারিখে প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখাকে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগে উন্নতীকরণ করে।

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ বিভাগ কমিশনের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন, টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সরকারী ও বেসরকারী অপারেটর হতে রাজস্ব আদায়, ব্যাংক ও তহিবল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বেতন ভাতাদি নির্ধারণ ও পরিশোধ, ভ্রমণ সংক্রান্ত বিল প্রস্তুত ও পরিশোধ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দাবীকৃত বিল পরিশোধ, সরকারী কোষাগারে চালানের মাধ্যমে আয়কর, ভ্যাট এবং উদ্বৃত্ত অর্থ জমা দেয়া, আয়-ব্যয়ের বিবরণী, নগদ প্রবাহ এবং ব্যালেন্সশীট প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের সকল নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়কারী সংস্থার মধ্যে বিটিআরসি সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়কারী সংস্থা হিসাবে বিগত একযুগ ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনাম বজায় রেখে চলেছে। বিটিআরসি'র আয়ের প্রধান উৎস হ'ল মোবাইল, পিএসটিএন, আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স, আইআইজি, আইএসপি ও ভিস্যাট সহ বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরসমূহের নিকট হতে লাইসেন্স ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, রেভিনিউ শেয়ারিং এবং স্পেকট্রাম চার্জ ও সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আদায়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অপারেটরসমূহের সাথে যোগাযোগ/চিঠিপত্র আদান-প্রদানসহ যাবতীয় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব এ বিভাগ পালন করে থাকে। নিম্নে এ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হলোঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে আয় ও ব্যয় হিসাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে কমিশনের বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩,১০০.০০ কোটি টাকা। প্রশাসনিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৩৭.৩৮ কোটি টাকা এবং মূলধনী ব্যয়ের লক্ষ্য মাত্রা ৩০৪.৯৫ কোটি টাকাসহ সর্বমোট রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৮৪২.৩৩ কোটি টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে প্রকৃত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪,৭১৯.৮২ কোটি টাকা। প্রশাসনিক ও রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ৩১৯.২৩ কোটি টাকা এবং মূলধনী ব্যয়ের পরিমান ৩.৭৬ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৩২২.৯৯ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ উপলক্ষ্যে গৃহীত ঋণের কিস্তি এবং আনুসঙ্গিক ব্যয় পরিশোধ বাবদ ১৯৭.৪৪ কোটি টাকা অন্তভূর্ক্ত রয়েছে। কমিশন ব্যয় সংকোচন নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করায় রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, যেখানে বাজেটে সরকারী কোষাগারে ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ জমা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,২৫৭.৬৭ কোটি টাকা সেখানে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে ৪,৩৯৬.৮৩ কোটি টাকা অর্থাৎ সরকারী কোষাগারে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২,১৩৯.১৬ কোটি টাকা রাজস্ব বেশী জমা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ সনের রাজস্ব আয়ের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত রাজস্ব (কোটি টাকা)
১	লাইসেন্স ফি	১৪১.৫৪
২	রেভিনিউ শেয়ারিং	১,৬৭৭.৫১
৩	স্পেকট্রাম চার্জ	৭২১.৫২
৪	লাইসেন্স এক্যুইজিশন ফি	৮.৬৯
৫	এ্যাপ্লিকেশন ও মূল্যায়ন ফি	০.৬৯
৬	প্রশাসনিক ও অবৈধ অপারেশন জনিত জরিমানা	০.২৫
৭	ইনফর্মেশন সিস্টেম অডিট কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্ব	২,১৩৮.০০

ক্রমিন নং	বিবরণ	প্রকৃত রাজস্ব (কোটি টাকা)
৮	বিলম্ব ফি হতে আয়	১৬.৯০
৯	শেয়ার ট্রান্সফার ফি	৫.৬৫
১০	পারফর্মেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি (পিবিজি) হতে আয়	০.১৪
১১	অন্যান্য আয়	৮.৯৩
	সর্বমোট	**৪,৭১৯.৮২**

২০১৯-২০২০ সনের রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়) ঃ

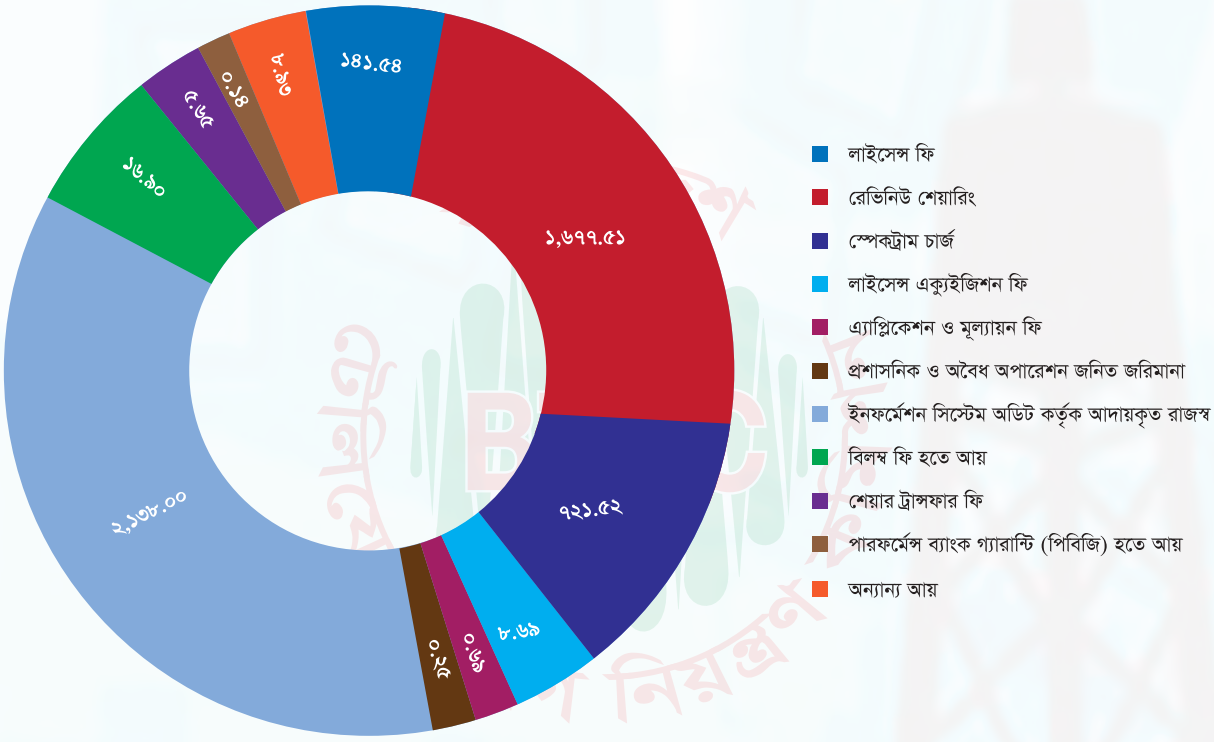

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিটিআরসি'র রাজস্ব আদায়ের একটি তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা/ বাজেট	প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ
০১	২০০১-২০০২	৪.২৬	৩.৪৫
০২	২০০২-২০০৩	৮৯.০০	১২০.০৭
০৩	২০০৩-২০০৪	৯১.০০	১৪৭.৮৫
০৪	২০০৪-২০০৫	২৭০.০০	৩৫৭.১৪
০৫	২০০৫-২০০৬	৪৪৯.২৫	৭৩৫.৭০
০৬	২০০৬-২০০৭	৫১২.৩১	৫৬৫.৬১
০৭	২০০৭-২০০৮	১,৫০১.৯২	১,৬৭৭.৮৫
০৮	২০০৮-২০০৯	২,৫৪৭.৬৮	৩,১৯৫.৩৮
০৯	২০০৯-২০১০	২,১৩৫.৩৫	২,৩৭০.৯৮

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা/ বাজেট	প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ
১০	২০১০-২০১১	২,৫৫৬.৭৪	৩,০৪৭.২৮
১১	২০১১-২০১২	৬,৩০২.৫৭	৬,৯৫৭.৭০
১২	২০১২-২০১৩	৫,১৫৯.৩২	৫,৪০৪.৬৯
১৩	২০১৩-২০১৪	৯,৪৯৭.০০	১০,০৮৫.৩৫
১৪	২০১৪-২০১৫	৭,০০০.০০	৪,২১৯.১৯
১৫	২০১৫-২০১৬	৪,১৮১.১০	৪,২০৭.৯৪
১৬	২০১৬-২০১৭	৪,০৬০.০০	৪,০৬৬.৪৮
১৭	২০১৭-২০১৮	৬,৪৪৪.৮৬	৬,৪৪৫.৩৬
১৮	২০১৮-২০১৯	৩,০২৫.০০	৩,০৫৮.৮৮
১৯	২০১৯-২০২০	৩,১০০.০০	৪,৭১৯.৮২
মোট		৫৮,৯২৭.৩৬	৬১,৩৮৬.৭২

রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়) ঃ

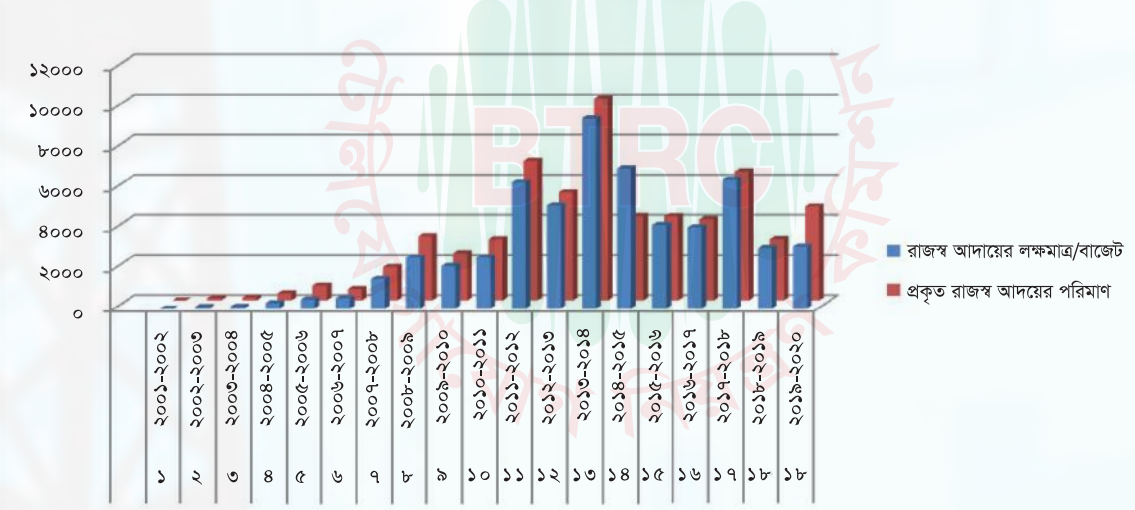

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ঃ

১. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ঃ

(ক) অংশগ্রহণ ভিত্তিক ভবিষ্যৎ তহবিল

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল স্কীম চালু করা হয়েছে। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন হতে মূল বেতনের ১০% অর্থ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা হিসাবে কর্তন করা হয় এবং সমপরিমান অর্থ অর্থাৎ কমিশনের তহবিল হতে আরও ১০% অর্থ তাদের নিজ নিজ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমা দেয়া হয়। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের বিধি মোতাবেক সকল প্রকার আর্থিক সুবিধা তহবিলের সদস্যগণের প্রাপ্য। সিপিএফ ব্যাংক একাউন্টে ৩০শে জুন ২০২০ তারিখের স্থিতি/জমার পরিমান ১৪.৬৭ কোটি টাকা।

(খ) ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা অধ্যাদেশ, ১৯৮২ অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য যৌথবীমা ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল পরিচালনার জন্য কমিশন ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছে। কমিশনের একজন কমিশনারকে এ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ড কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এবং কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা বিধিমালা, ১৯৮২ অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন করবেন। ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি আর্থিক বৎসর শেষে দুই মাসের মধ্যে কমিশনের নিকট বোর্ডের কার্যাবলী সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করবেন।

(গ) অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পরিকল্প

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ ধারা ১৮ (৩)(ঙ) অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা প্রদানের জন্য কমিশনের ৯০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের পর প্রদেয় আনুতোষিক (Gratuity) সুবিধা দেয়ার উদ্দেশ্যে Employees Gratuity Fund গঠন করা হয়েছে। এছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসরোত্তর পেনশন সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২. নিরীক্ষা কার্যক্রমঃ

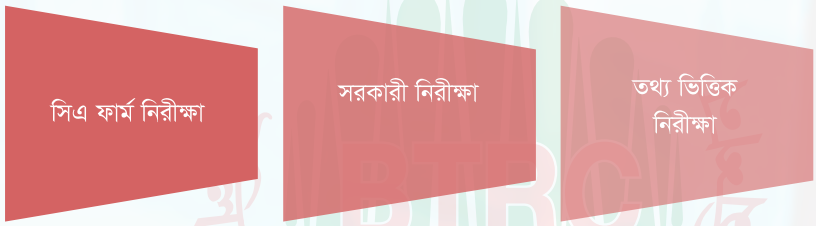

ক. সিএ ফার্ম নিরীক্ষা ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর সংশোধিত ২৭(২) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রতি অর্থ-বৎসর শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কমিশনের বার্ষিক হিসাব-বিবরণী এবং আর্থিক-বিবরণী প্রস্তুত করে কোন চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা করে উহা সংসদে পেশ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করার বিধান আছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম এস.আর.ইসলাম এন্ড কোং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী, আর্থিক বিবরণী এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (CPF) হিসাব, সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের নিরীক্ষা সম্পাদনের কাজ সম্পন্ন করেছে।

খ. সরকারী নিরীক্ষা ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর সংশোধিত ২৭(৩) ধারা অনুযায়ী Comptroller and Auditor General (Additional Functions) Act, ১৯৭৪ (XXIV of ১৯৭৪) মোতাবেক বিটিআরসি একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান (Statutory Public Authority) হিসেবে প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তিতে এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রনাধীন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক এই অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিটিআরসির প্রতিষ্ঠা হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকারী অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

গ. তথ্য ভিত্তিক নিরীক্ষা ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর বিধান মোতাবেক মোবাইল অপারেটরসমূহের তথ্য ভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম (Information System Audit) পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তারই অংশ হিসাবে মোবাইল অপারেটরসমূহের উক্ত নিরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রথমে গ্রামীণফোন লিমিটেড ও পরে রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর অডিট কার্যক্রম ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়ে ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলালিংক ও এয়ারটেলের তথ্য ভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরুর বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩. সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর ২১ক ধারা মোতাবেক দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অনগ্রসর এলাকার জনসাধারণের বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে "সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (Social Obligation Fund)" নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ এই তহবিলে জমা হবেঃ-

সরকার প্রদত্ত অনুদান;

- অন্য কোন দেশী বা বিদেশী বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- টেলিযোগাযোগ ও বেতার যোগাযোগ পরিচালনাকরীগণের নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত চাঁদা (Subscription);
- অন্য কোন বৈধ উৎস হতে প্রাপ্ত যে কোন অনুদান (Contribution);

সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একটি তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হচ্ছে। মোবাইল অপারেটর সমূহ তাদের গ্রস অডিটেড আয়ের ১% হারে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে চাঁদা প্রদান করবে এ মর্মে লাইসেন্সিং গাইড লাইনে বিধান রাখা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগণের মধ্যে টেলিযোগাযোগ সুবিধা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক কমিশনের অনুমোদনক্রমে এই অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে ৩০শে জুন ২০২০ তারিখের স্থিতি/জমার পরিমান প্রায় ১,৬৫৪.০৪ কোটি টাকা।

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)

Statement of Financial Position

As at 30 June 2020

Particulars	Notes	Amount in BDT.	
		30.06.2020	30.06.2019
Assets			
Non-current assets:		**25,069,037,366**	**26,978,225,097**
Property, Plant and Equipment	4.00	106,556,477	85,576,243
SRCB-IDA Credit 3790-BD			
Projects Assets (IDA PART)	5.00	161,124,265	234,750,973
Bangabandhu Satellite System	6.00	24,801,356,624	26,657,897,881
Current Assets:		**4,092,433,043**	**5,488,974,400**
Advances, Deposits and Pre-payments	7.00	12,524,368	20,046,631
Receivable from Operators	8.00	149,820	3,151,583,810
Other Receivables	9.00	4,002,678	4,002,678
Cash and Cash Equivalents	10.00	4,075,756,177	2,313,341,282
Total Assets		**29,161,470,409**	**32,467,199,497**
Fund and Liabilities:			
Project Fund:		**12,893,919,328**	**12,893,919,328**
Project (SRCB-IDA 3790-BD) Fund	11.00	455,631,100	455,631,100
Satellite Launching Project		12,438,288,228	12,438,288,228
Fund Account:	12.00	**3,849,703,761**	**1,713,108,274**
Benevolent Reserve Fund	13.00	2,436,322	1,901,008
Gratuity Fund	14.00	142,342,341	107,177,686
Group Insurance Fund	15.00	104,546,794	80,853,685
Pension Fund	16.00	1,584,989,227	1,029,192,031
Leave Encashment Reserve Fund	17.00	19,449,549	-
Capital Expenditure Fund	18.00	1,995,939,529	493,983,865
Current Liabilities:		**634,916,959**	**4,269,849,992**
Account Payable	19.00	97,230,844	97,367,255
Accrued Expenses	20.00	1,937,032	525,862
Payable to GOB Consolidated Fund	21.00	535,749,084	4,171,956,875
Non-Current Liabilities:			
Long term loan from HSBC	22.00	11,782,930,361	13,590,321,903
Total Fund and Liabilities		**29,161,470,409**	**32,467,199,497**

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

Md. Delowar Hossain	Ashis Kumar Kundu	Subrata Roy Maitra	Md. Jahurul Haque
Deputy Director	Director	Vice Chairman	Chairman

S. R. Islam & Co.
Chartered Accountants

Place: Dhaka
Dated: 22 October, 2020

S.R. ISLAM & CO. Dhaka Chartered Accountants

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
Statement of Income and Expenditure
For the year ended 30 June 2020

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		FY 2019-2020	FY 2018-2019
Income:			
Fees and charges	23.00	25,557,409,044	29,936,449,183
Administrative fines and late fees	24.00	171,505,073	252,588,088
Audit Finding Revenue	24.00	21,380,000,000	-
Finance income	25.00	88,823,673	365,871,101
Other income	26.00	437,852	33,928,972
Total Income (A)		**47,198,175,642**	**30,588,837,344**
Expenditure:			
Salary and benefits	27.00	234,845,748	208,274,711
Provident fund revenue expenses	28.00	18,152,387	14,745,975
Repairs and maintenance	29.00	4,815,461	5,561,341
Traveling expenses	30.00	24,757,660	40,616,815
Fuel expense (Petrol and CNG)	31.00	6,291,918	7,816,880
Electricity, Water and Gas	32.00	8,250,872	4,677,320
Administrative expenses	33.00	773,357,475	531,236,325
Satellite preparatory project	34.00	-	95,577,979
Training expenses	35.00	3,831,517	2,440,081
Printing & publication and stationery	36.00	3,072,623	4,451,236
Finance Expenses	37.00	47,134	210,409
Depreciation expenses	4.00	16,584,073	12,055,499
Depreciation expense: SRCB IDA Project	5.00	73,626,709	73,626,709
Depreciation: Satellite Asset	6.00	1,856,541,257	1,190,220,970
Satellite Revenue Expense		168,035,454	455,514,449
Total Expenditure (B)		**3,192,210,287**	**2,647,026,699**
Excess of income over expenditure transferred to GOB consolidated fund account (A-B)		44,005,965,355	27,941,810,645
		47,198,175,642	**30,588,837,344**
Amount transferred to GOB Consolidated Fund Accounts			
Excess of income over expenditure		44,005,965,355.32	27,941,810,645
Depreciation on Satellite Asset		1,856,541,257	1,190,220,970
		45,862,506,612	**29,132,031,615**

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

Md. Delowar Hossain	Ashis Kumar Kundu	Subrata Roy Maitra	Md. Jahurul Haque
Deputy Director	Director	Vice Chairman	Chairman

Place: Dhaka
Dated: 22 October, 2020

S. R. Islam & Co.
Chartered Accountants

5